UKaid
from the British people

International Labour Organization

নিরাপদ অভিবাসন এবং মানব পাচার সংক্রান্ত আইন বিষয়ক বুকলেট

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও)
২০১৫

নিরাপদ অভিবাসন এবং মানব পাচার সংক্রান্ত আইন বিষয়ক বুকলেট

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং মানব পাচার প্রতিরোধে রিক্রুটিং এজেন্সি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক বিধি বিধান সম্পর্কিত আলোচনা

প্রকাশনায়

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও)

''আইএলও - ডিএফআইডি পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম অন ফেয়ার রিক্রুটমেন্ট এন্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর উইমেন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারস ইন সাউথ এশিয়া এন্ড দ্যা মিডিল ইষ্ট''

Copyright © International Labour Organization 2015

First Published 2015

Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH- 1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. The International Labour Office welcomes such applications.

Libraries, institutions and other user registered with reproduction rights organizations may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit www.ifrro.org to find the reproduction rights organization in your country.

ILO Cataloguing in Publication Data

ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East/ Regulations relating to safe migration and trafficking/ International Labour Organization, ILO Country Office for Bangladesh. Dhaka: ILO, 2015

ISBN: 978-92-2-830625-5 (print); 978-92-2-830626-2 (web pdf)

International Labour Office; ILO Country Office for Bangladesh

Trafficking/ Migration/ Labour Rights/ Bangladesh

ILO Cataloguing in Publication Data

The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers. The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them. Reference to name of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval. ILO publications and electronic products can be obtained through major booksellers or ILO local offices in many countries, or direct from ILO Publications, International Labour Office, CH- 1211 Geneva 22, Switzerland. Catalogues or lists of new publications are available free of charge from the above address, or by email: pubvente@ilo.org

Visit our web site: www.ilo.org/publns

Printed in Bangladesh

মুখবন্ধ

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও) অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা ও শ্রমমান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আই.এল.ও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রণয়ন করেছে। এ সকল কনভেনশনের মূল বিষয়বস্তু মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্বাক্ষরকৃত উল্লেখযোগ্য কনভেনশনগুলো হলোঃ বল প্রয়োগমূলক শ্রম কনভেনশন, ১৯৩০ (কনভেনশন নং ২৯), বল প্রয়োগমূলক শ্রমের বিলোপসাধন কনভেনশন, ১৯৫৭ (কনভেনশন নং ১০৫) এবং কনভেনশন কনসারনিং দ্য প্রহিবিশন অ্যান্ড ইমিডিয়েট অ্যাকশন ফর দ্যা এলিমিনেশন অফ দ্যা ওরস্ট ফর্মস অফ চাইল্ড লেবার, ১৯৯৯ (কনভেনশন নং ১৮২)। বাংলাদেশ সরকার উপরিউক্ত কনভেনশন গুলোর আলোকে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও মানবপাচার প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ অভিবাসী শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশকিছু দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। নিরাপদ আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণে এ সকল চুক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ সমঝোতা স্মারকগুলো যদি আই.এল.ও শ্রম মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রণয়ন করা হয় তবে তা শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এবং রিক্রুটিং এজেন্টের তদারকিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। তদুপরি যদি বাংলাদেশ আই.এল.ও প্রণীত মাইগ্রেশন ফর এমপ্লইমেন্ট কনভেনশন (রিভাইসড), ১৯৪৯ (নং ৯৭), মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স (সাপ্লিমেন্টারি প্রভিশনস) কনভেনশন, ১৯৭৫ (নং ১৪৩), এবং প্রাইভেট এমপ্লইমেন্ট এজেন্সিজ কনভেনশন, ১৯৯৭ (নং ১৮১) প্রমুখ কনভেনশন স্বাক্ষর করে তবে তা অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে অধিকতর কার্যকর আইনি অবকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

উপরোল্লিখিত কনভেনশনের আলোকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচার সংক্রান্ত যে সকল আইন কার্যকর রয়েছে তার বিধিবিধান সম্পর্কিত একটি বুকলেট আই.এল.ও ওয়ার্ক ইন ফ্রিডম প্রকল্প প্রস্তুত করেছে।

আই.এল.ও আশা করে এ বুকলেটটি সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও রিক্রুটিং এজেন্টের কার্যকরী ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

শ্রীনিবাস বি. রেড্ডি
কান্ট্রি ডিরেক্টর
আই.এল.ও কান্ট্রি অফিস ফর বাংলাদেশ

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ	**০৬**
প্রথম ভাগ	**০৭**
নিরাপদ অভিবাসন এবং রিক্রুটিং এজেন্সির ভূমিকা	
পটভূমি	০৭
অধ্যায়-১ঃ রিক্রুটিং এজেন্সির সাধারণ দায়িত্ব	**০৮**
বিদেশ গমনকারী শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব	০৮
বিদেশগামী শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্সির অন্যান্য দায়িত্ব	১০
বিদেশগামী শ্রমিকের অধিকার	১১
অধ্যায়-২ঃ বিদেশগামী শ্রমিকের নিবন্ধন সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব	**১২**
বিদেশগামী শ্রমিকের নিবন্ধন এর জন্য করণীয়	১২
নারী শ্রমিকের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব	১৩
অধ্যায়-৩ঃ বিদেশে গমনের পূর্বে ও পরে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব	**১৫**
বিদেশগামী শ্রমিকের নিরাপদ প্রস্থান নিশ্চিতকরণ	১৫
বিদেশগামী শ্রমিকের নিজ দেশ ত্যাগের পরবর্তী সময়ে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব	১৬
অধ্যায়-৪ঃ রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহিতা	**১৭**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিতে (বায়রাতে) রিপোর্ট প্রদান	১৭
রিক্রুটিং এজেন্টের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ফলাফল	১৭
অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধ ও তার বিচার	১৯
নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চতকরণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা	২২

দ্বিতীয় ভাগ		**২৩**
	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা	
	পটভূমি	২৩
অধ্যায়-১:	**মানব পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা**	**২৪**
	মানব পাচারকারীদের উদ্দেশ্য	২৪
	মানব পাচারের সংজ্ঞা	২৫
	মানব পাচার ও অভিবাসনের পার্থক্য	২৭
	মানব পাচারের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অপরাধসমূহ	২৭
অধ্যায়-২:	**মানব পাচার প্রতিরোধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়**	**২৮**
	আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ	২৮
	বিদেশে সংঘটিত মানব পাচার প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা	২৮
	মানব পাচার প্রতিরোধ এ ভিক্টিম ও জনগণের কাছে পাচার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ	২৯
অধ্যায়-৩:	**উদ্ধার এবং প্রাথমিক পুনর্বাসনঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের ভূমিকা**	**৩১**
	উদ্ধার এবং প্রাথমিক পুনর্বাসন	৩১
	নিরাপত্তাবিধান (protection), পুনর্বাসন (rehabilitation) এবং সামাজিক একীভূতকরণ (Integration)	৩১
	আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়	৩৩
	অভিযোগ দায়ের	৩৪
	রিক্রুটিং এজেন্টের ভূমিকা	৩৪
অধ্যায়-৪:	**মানব পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি**	**৩৫**
শব্দ-সূচি		**৪০**
সংযুক্তিঃ	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩	৪১
	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২	৪১

শব্দ সংক্ষেপ

আই.এল.ও.	ঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
নং	ঃ নম্বর
এন.জি.ও	ঃ নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
বায়রা	ঃ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস
বি.এম.ই.টি	ঃ ব্যুরো অফ ম্যানপাওয়ার, এমপ্লইমেন্ট অ্যান্ড ট্রেইনিং / জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

প্রথম ভাগ

নিরাপদ অভিবাসন এবং রিক্রুটিং এজেন্সির ভূমিকা

পটভূমি

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কয়েক হাজার শ্রমিক বিদেশে কাজ করতে যায়। এ সকল শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমিকদের বিদেশে যেতে রিক্রিুটিং এজেন্ট[১] সহায়তা করে থাকে। বিদেশে শ্রমিক অভিবাসন সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সির যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেগুলো সাধারণত ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন অনুযায়ী পালন করতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যায় যে সাধারণত বিদেশগামী ব্যক্তি এবং রিক্রুটিং এজেন্সি উভয়েরই অভিবাসন আইন ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। এর ফলে অভিবাসী শ্রমিকরা অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন অপরাধ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আই.এল.ও ২০১৩ সালের আইনের আলোকে এ বুকলেটে রিক্রুটিং এজেন্ট এবং বিদেশগামী ব্যক্তিকে তাদের আইনি অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

বুকলেটের এই ভাগে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে, শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্সির সাধরণ দায়িত্বসমূহ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বিদেশে গমনকারী ব্যক্তির রেজিস্ট্রেশান/ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে, বিদেশে গমনের আগে ও পরে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে, রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহিতা এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তার ফলাফল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১] রিক্রুটিং এজেন্সি বা রিক্রুটিং এজেন্ট বলতে বোঝায় যে বা যারা সরকারের কাছ থেকে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর জন্য ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীনে লাইসেন্স পেয়েছে।

অধ্যায়-১

রিক্রুটিং এজেন্সির সাধারণ দায়িত্ব

এ অধ্যায়ে শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, আইন অনুযায়ী অভিবাসন সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্টের সাধরণ দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে জানা যাবে।

বিদেশ গমনকারী শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব

'অভিবাসন' বলতে বোঝায় বাংলাদেশের বাইরে যে কোন দেশে কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হবার জন্য কোন নাগরিকের বাংলাদেশ থেকে বিদেশে বা অন্য দেশে যাওয়া।[২] বিদেশে কর্মী পাঠানোর জন্য একজন রিক্রুটিং এজেন্টকে কতিপয় বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। এ বিধানগুলো মূলত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ তে উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশের অদক্ষ এবং স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকেরা তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত নয় সেহেতু রিক্রুটিং এজেন্সি শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে তাদের যথাযথভাবে অবহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক) বিদেশি নিয়োগকর্তা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য অবহিতকরণঃ

রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে বিদেশি নিয়োগকর্তা (অর্থাৎ যিনি বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ করবেন) সম্পর্কে বিশদ তথ্য থাকতে হবে। এ সকল তথ্যের অন্তর্ভূক্ত হবে নিয়োগকারীর নাম, ঠিকানা, তার ব্যবসা বা কাজের ধরণ, কর্মস্থলের ঠিকানা, নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশি শ্রমিকের সংখ্যা, বেতন কাঠামো, চুক্তির মেয়াদ, চুক্তির শর্তাবলী, ইত্যাদি।

---

[২] ধারা-২ (১), বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩

খ) বিদেশি নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্বঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ২২ অনুযায়ীঃ

- রিক্রুটিং এজেন্সি বিদেশে অবস্থিত নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন এবং চুক্তি পালনের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি ও নিয়োগকর্তা একসাথে এবং আলাদাভাবে দায়ী থাকবেন।
- রিক্রুটিং এজেন্সি বিদেশে যাবার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি ও তার নিয়োগকর্তার মাঝে চুক্তি সম্পাদন করবে। চুক্তিতে শ্রমিকের বেতন, আবাসন সুবিধা, কাজের মেয়াদ, মৃত্যু বা জখম-জনিত প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, বিদেশে গমন এবং বিদেশ হতে ফেরত আসার খরচ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।

রিক্রুটিং এজেন্সি চুক্তির কপি বিএমইটি এবং সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করবেন। বিএমইটি, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বা কোম্পানীর ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

গ) বিদেশগামী শ্রমিকের জরুরি কাগজপত্র সংগ্রহে সাহায্য করাঃ

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী পাসপোর্টে সীল, আঙ্গুলের ছাপ এবং বায়োমেট্রিক তথ্য সহ বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক প্রদত্ত "ইলেক্ট্রনিক ছাড়পত্র" অবশ্যই বিদেশগামী শ্রমিকের সাথে থাকতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্ট যাচাই করে দেখবেন এ সকল কাগজপত্র বিদেশগামী শ্রমিকের সাথে আছে কিনা।

- রিক্রুটিং এজেন্ট তার সাথে বিদেশগামী শ্রমিকের চুক্তি বা প্রমাণপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উক্ত শ্রমিকের কাছে যথাসময়ে হস্তান্তর করবেন।
- বিদেশি রাষ্ট্রের সরকার অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র বা অনুমতিপত্র সংগ্রহে বিদেশগামী শ্রমিককে সহযোগিতা করা। (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেঃ

- ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন অনুসরণ ব্যাতিরেকে কোন শ্রমিক কাজ করার উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে পারবে না বা কোন রিক্রুটিং এজেন্ট কোন শ্রমিককে বিদেশে পাঠাতে পারবে না।

- শুধুমাত্র উপরিউক্ত নিয়মগুলা মেনে চলার মাধ্যমেই একজন বিদেশগামী শ্রমিক বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে ভিসা পেতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে থাকলে তিনি বৈধ পথে নিরাপদে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যেতে পারবেন।

- রিক্রুটিং এজেন্ট কখনই কোন বিদেশগামী শ্রমিকর সাথে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান, ভাষা বয়স, নৃগোষ্ঠী, গোত্র-পরিচয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা বা অন্য কোন কারণে কোন শ্রমিকের সাথে বৈষম্যমূলক অথবা ভিন্নরূপ আচরণ করা যাবে না।

বিদেশগামী শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্সির অন্যান্য দায়িত্বঃ

বিদেশগামী শ্রমিকের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্টের কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বগুলো নিম্নরূপঃ

ক) বিদেশগামী শ্রমিকের রেজিস্ট্রেশন (বিএমইটিতে) এবং বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে সাহায্য করা।

খ) বিদেশগামী শ্রমিকের নিয়োগ, বেতন, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, এবং অন্যান্য সুবিধা এবং কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মালিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

ঘ) সর্বোপরি রিক্রুটিং এজেন্টের প্রধান দায়িত্ব হলো বিদেশগামী শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট বিদেশগামী শ্রমিককে তার সকল অধিকার সম্পর্কে অবহিত করবেন।

বিদেশগামী শ্রমিকের অধিকারগুলো ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনে ধারা ২৬-৩০ এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

<u>বিদেশগামী শ্রমিকের অধিকার</u>

তথ্যের অধিকার

- বিদেশগামী শ্রমিকের তার বিদেশে যাওয়ার প্রক্রিয়া, কাজের চুক্তি, কাজের পরিবেশ এবং অন্যান্য আইনি অধিকার সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার আছে।

আইনগত সহায়তা

- বিদেশগামী শ্রমিক এবং বিদেশে যাওয়ার নামে প্রতারণার শিকার শ্রমিক আইনি সহযোগিতা পাবে। কাজের চুক্তি ভঙ্গ হলে অথবা ২০১৩ সালের আইনের লঙ্ঘনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য দেওয়ানি (সিভিল) মামলা করতে পারবে।

দেশে ফেরার অধিকার

- বিদেশগামী শ্রমিক, বিদেশে আটকে পড়া শ্রমিক বা আকটকৃত শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের সাহায্য পাবার অধিকার আছে।

- কোন শ্রমিককে বিদেশ থেকে ফেরত আনতে যে অর্থ ব্যয় হবে তা সংশ্লিষ্ট অপরাধী রিক্রুটিং এজেন্টের কাছ থেকে আদায় করা যাবে। রিক্রুটিং এজেন্টের কোন অবহেলা, অনিয়ম বা আইন ভঙ্গের কারণে অভিবাসী শ্রমিক বিপদে পড়লে তাকে দেশে আনার খরচ রিক্রুটিং এজেন্টকে বহন করতে হবে।

আর্থিক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি

- অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনানুসারে ব্যাংক ঋণ, কর রেয়াত, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিতে পারে।

অধ্যায়-২

বিদেশগামী শ্রমিকের নিবন্ধন সংক্রান্ত রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব

নিবন্ধন ব্যাতিরেকে কোন বিদেশগামী শ্রমিক বৈধভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে পারবে না। এ অধ্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং একজন নারী শ্রমিকের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

বিদেশগামী শ্রমিকের নিবন্ধন এর জন্য করণীয়ঃ

বিদেশগামী শ্রমিকের নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি তাকে নিম্নোক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেঃ

ক) নিবন্ধন / রেজিস্ট্রেশনঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৯ অনুযায়ী বিদেশগামী শ্রমিককে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিজ পেশা উল্লেখ পূর্বক নিবন্ধিত হতে হবে। যদি কেউ ইতোমধ্যে নিবন্ধিত না হয়ে থাকে তবে উক্ত শ্রমিক যে দেশে কর্মরত আছে সে দেশে বাংলাদেশের মিশন বা দূতাবাসে নিজের পেশা উল্লেখ করে নিবন্ধিত হতে পারবে।

নিবন্ধন এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

বিদেশগামী শ্রমিক নিম্নলিখিত কাগজপত্র বিএমইটিতে জমা দিবেনঃ

- নির্ধারিত অঙ্কের ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার বা টেলিটক ফোন থেকে নির্ধারিত অর্থ নিবন্ধন ফি হিসেবে প্রদান করতে হবে।
- বিদেশগামী শ্রমিকের পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
- নাগরিকত্ব সনদসহ অন্যান্য সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
- পাসপোর্টের ফটোকপি।

নিবন্ধন ফর্ম জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে, সোনালি ব্যাংকের সকল শাখায়, এবং বিএমইটি (বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো) এর ওয়েবসাইট এ পাওয়া যায়।

খ) বিদেশগামী শ্রমিক নির্বাচনঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৯ (৩) অনুযায়ী বিএমইটি, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী বা রিক্রুটিং এজেন্ট নিবন্ধিত শ্রমিকদের তালিকা থেকে উন্মুক্তভাবে কম্পিউটারে লটারির মাধ্যমে বিদেশগামী শ্রমিক নির্বাচন করবে।

বিদেশগামী শ্রমিক নির্বাচনের সময় যদি কোন নিবন্ধিত শ্রমিক পাওয়া না যায়, তাহলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শ্রমিক নির্বাচনকরা যাবে। উল্লেখ্য যে,চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে তাদের কাছ থেকে কোন অর্থ নেয়া হবে না এই মর্মে তা উক্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করতে হবে।

নারী শ্রমিকের প্রতি বিশেষ দায়িত্বঃ

যেহেতু নারী শ্রমিকরা অধিকতর প্রতারণার শিকার হয় তাই বিদেশগামী নারী শ্রমিকদের প্রতি রিক্রুটিং এজেন্টদের বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিএমইটি কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে অবশ্যই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে নারী শ্রমিক প্রেরণ সংক্রান্ত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। বিদেশ গমনের পূর্বে তার নিরাপদ বাসস্থান, চাকুরির চুক্তিনামা এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

নারী শ্রমিকের ছাড়পত্র সংগ্রহঃ

একজন নারী শ্রমিক গৃহস্থালি অথবা অন্যান্য কাজের জন্য বিদেশে যাওয়ার আগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করবেন। এ বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্ট প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কাগজ বিএমইটিতে জমা দিতে হবে-

- আবেদন পত্র
- পাসপোর্টের ফটোকপি
- বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস দ্বারা সত্যায়িত কাজের অনুমতিপত্র (ওয়ার্ক পারমিট/এমপ্লইমেন্ট পারমিট) বা চাকুরি ভিসার ফটোকপি
- অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে চাকুরি পেলে তার নাম, ঠিকানা, পরিচয় এবং চাকুরির প্রমাণপত্রের কপি
- ২০০ টাকার ষ্ট্যাম্পে নোটারি পাবলিক দ্বারা সত্যায়িত অঙ্গিকারনামা
- ২০০ টাকার ষ্ট্যাম্পে নোটারি পাবলিক দ্বারা সত্যায়িত কর্মীর অভিভাবকের অনাপত্তিপত্র।

বিএমইটি থেকে নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের দিনে পাসপোর্ট, কাগজপত্র ও অভিভাবক নিয়ে বিদেশগামী নারী শ্রমিক বিএমইটিতে উপস্থিত হবেন। ছাড়পত্র পাওয়ার সিদ্ধান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণের ৩ দিনের মধ্যে জানানো হবে। রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কোন নারী শ্রমিক ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে উক্ত এজেন্সি ডকুমেন্টের/ তথ্যের সঠিকতা/ সত্যতা যাচাই করবে। ছাড়পত্র সংগ্রহের দায়িত্ব তখন রিক্রুটিং এজেন্সির উপর বর্তাবে।

অধ্যায়-৩

বিদেশে গমনের পূর্বে ও পরে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব

বিদেশগামী শ্রমিকের বিদেশ যাওয়া সংক্রান্ত সকল বিষয় চূড়ান্ত হওয়ার পর রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব কি হবে তা এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিদেশগামী শ্রমিকের নিরাপদ প্রস্থান নিশ্চিতকরণঃ

শ্রমিকের নিরাপদ বিদেশগমন নিশ্চিত করা রিক্রুটিং এজেন্টের অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য রিক্রুটিং এজেন্ট বিদেশগামী শ্রমিককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝিয়ে দিবেন।

বিদেশে গমনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

ক) পাসপোর্ট
খ) ভিসা
গ) বিএমইটি'র ছাড়পত্র
ঘ) স্মাট কার্ড
ঙ) টিকেট
চ) টাকা প্রদানের রশিদ
ছ) চাকুরির চুক্তিপত্র

- **বিদেশগমনের পূর্বে বিদেশেগামী শ্রমিকের প্রতি তথ্যমূলক বক্তব্য প্রদান**

বিদেশ গমনের পর সে দেশের আইন-কানুন এবং আচার-আচরণ না জানার ফলে শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। সে জন্য রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব হবে প্রতিটি বিদেশগামী শ্রমিককে বাংলাদেশ ত্যাগ করার পূর্বে, সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ধর্মীয় অনুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক বক্তব্য দেয়া।

বিদেশগামী শ্রমিকের নিজ দেশ ত্যাগের পরবর্তী সময়ে রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্ব

বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখাঃ

বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকের সাথে রিক্রুটিং এজেন্টের নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। বিদেশে গমনের পর ও নিজ দশে ফরত আসা পর্যন্ত শ্রমিকের যথাসম্ভব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, বিদেশে গমনের অন্তত ১৫ (পনের) দিন পূর্বেই শ্রমিকের কর্মস্থলে পৌঁছানোর তারিখ নিয়োগকর্তাকে জানাতে হবে। এছাড়াও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসকে শ্রমিকের সে দেশে গমনের তারিখ জানতে হবে।[৩]

রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্বসমূহ পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়ঃ

বিদেশগামী শ্রমিক নিবন্ধন

↓

বিদেশগামী শ্রমিক নির্বাচন

↓

নারী বিদেশগামী শ্রমিক ক্লিয়ারেন্স সংগ্রহ

↓

বিদেশগামী শ্রমিকের মেডিক্যাল চেকআপে সহায়তা

↓

নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের চুক্তি সম্পাদন

↓

নিরাপদ প্রস্থান নিশ্চিত করা

↓

বিদেশগামী শ্রমিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা

↓

বিদেশে কর্মস্থলে শ্রমিক যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা

---

[৩] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রবাসী ম্যানুয়াল, পৃষ্ঠাঃ ২০৯

অধ্যায়-৪
রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহিতা

এ অধ্যায় পাঠ করে কোন রিক্রুটিং এজেন্টের জবাবদিহিতা সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়াও ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীনে কোন কোন কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, সে সকল অপরাধের শাস্তি, তাদের বিচার প্রক্রিয়া এবং সরকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিতে[৪] (বায়রাতে) রিপোর্ট প্রদানঃ

বায়রা এমন একটি সংস্থা যা বিদেশগামী শ্রমিকের সহায়তা ও উন্নয়নের জন্য, বাংলাদেশ সরকারের সহয়োগিতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করে থাকে। বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিকে প্রতি ১৫ (পনের) দিন পর পর মন্ত্রণালয় ও বায়রার কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এই রিপোর্টে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যাসহ তার পরিচয়, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য থাকে।

রিক্রুটিং এজেন্টের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার ফলাফলঃ

রিক্রুটিং এজেন্ট তার উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা কোন অনিয়ম সংঘটন করলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবে। রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে আইন কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা নিম্নরূপঃ

[৪] বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস

ক) রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স রদ ও বাতিল ঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী কোন রিক্রুটিং এজেন্ট যদি-

- মিথ্যা তথ্য বা প্রতারণার মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহণ করে
- লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করে বা যথা সময়ে লাইসেন্স নবায়ন না করে
- ২০১৩ সালের আইন, বিধি বা রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করে।
- লাইসেন্স প্রদানের পর কোন ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হয়
- বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো উদ্দেশ্যে বিদেশগামী শ্রমিক নিয়োগ বা নির্বাচন করে
- কোম্পানী, সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্ত্বার ক্ষেত্রে তা অবসান হলে-

সরকার অভিযুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সিকে তদন্তপূর্বক শুনানির সুযোগ দিয়ে তার লাইসেন্স রদ বা বাতিল করতে পারবে। লাইসেন্স স্থগিত হলে ঐ রিক্রুটিং এজেন্ট রিক্রুটমেন্টের বা কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাজ করতে পারবে না।

লাইসেন্স রদ ও বাতিল হলে করণীয়ঃ

রিক্রুটিং এজেন্ট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং সরকার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তা নিস্পত্তি করবে। এক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, যে রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল হবে, তার সাথে লেনদেনে আছে এমন সকল ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ) জামানত বাজেয়াপ্ত

২০১৩ সালের আইনের ধারা ১৮ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স বাতিল হলে সরকার জামানতের টাকা পুরো বা অংশবিশেষ বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বাজেয়াপ্তকৃত টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিগ্রস্থ/ আটকে পড়া বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিককে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য খরচ করা যাবে।

যদি জামানতের টাকা ক্ষতিপূরণের বা দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট না হয় তবে সরকারের নির্দেশে রিক্রুটিং এজেন্ট পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

ক্ষতিপূরণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার ঐ টাকা তার কাছ থেকে সরকারী দাবী উদ্ধার আইন ১৯১৩[৫] অনুযায়ী আদায় করতে পারবে।

লাইসেন্সের মেয়াদ যদি উত্তীর্ণ হয়, কিংবা রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স সমর্পন করে, অথবা তার মৃত্যু হয়, তাহলে সরকার, রিক্রুটিং এজেন্ট বা তার উত্তরাধিকারীকে জামানতের অর্থ ফেরত দিবে।

অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধ ও তার বিচারঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩১-৪১ পর্যন্ত রিক্রুটিং এজেন্টের অপরাধসমূহ ও শাস্তির বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

গ) অবৈধভাবে বিদেশে শ্রমিক পাঠানো বা টাকা গ্রহণ করার শাস্তিঃ

২০১৩ সালের আইনের ধারা ৩১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট-

- ২০১৩ সালের আইন না মেনে কোন শ্রমিককে বিদেশে পাঠালে বা বিদেশে যেতে সাহায্য করলে বা সে সম্পর্কে কোন চুক্তি করলে
- কোন ব্যক্তিকে বিদেশে কর্মসংস্থানের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে টাকা নিলে বা নেয়ার চেষ্টা করলে
- কোন বিদেশগামী শ্রমিকের পাসপোর্ট, ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র বৈধ কারণ ছাড়া আটকে রাখলে
- প্রতারণামূলকভাবে বেশি বেতন-ভাতা সুযোগ সুবিধার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কোন ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠালে বা তার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে প্রলুব্ধ করলে
- অথবা অন্য কোনভাবে প্রতারণা করলে- তা অপরাধ বলে ধরা হবে এবং এর জন্য শাস্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা।

ঘ) অননুমোদিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকার বা বিএমইটির অনুমতি ব্যাতিরেকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে তাহলে তার শাস্তি সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর করাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা।

[৫] Public Demands recovery Act, 1913 (Bengal Act No. II of 1913).

ঙ) বিদেশে কাজের চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ বা ক্রয়-বিক্রয়ের শাস্তিঃ

কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট যদি বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশি নিয়োগকর্তার কাছ থেকে শ্রমিকের চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র, অবৈধ পথে সংগ্রহ করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তা ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তার শাস্তি হবে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা।

চ) এয়ারপোর্ট বা নির্দিষ্ট পথ ব্যতিত অন্য কোনভাবে বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করলে শাস্তিঃ

কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট কোন শ্রমিককে নির্ধারিত বহির্গমন কেন্দ্র ছাড়া অর্থাৎ বিমানবন্দর বা বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার নির্ধারিত যাত্রাপথ ছাড়া অন্য কোনভাবে বা পথ দিয়ে তাকে বাংলাদেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করলে বা সাহায্য করলে তার শাস্তি হবে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা।

ছ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন, ২০১৩-তে উল্লেখ নেই এরকম অপরাধের শাস্তিঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন, ২০১৩ সালের আইনে বেশ কিছু কর্মকান্ডের উল্লেখ রয়েছে যা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত কিন্তু এগুলোর জন্য শাস্তির কোন সুস্পষ্ট বিধান উক্ত আইনে উল্লেখ নেই। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মকাণ্ড সজ্ঘটনের মাধ্যমে অপরাধ করে থাকে তাহলে তার শাস্তি হবে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা।

ঝ) অপরাধ সজ্ঘটনে সাহায্য বা প্ররোচনার শাস্তিঃ

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ২০১৩ সালের আইনের অধীন কোন অপরাধ করতে সাহায্য করে বা প্ররোচনা দেয় এবং তার ফলশ্রুতিতে যদি অপরাধটি সংঘটিত হয় তাহলে আইনের চোখে ধরে নেয়া হবে যেন সেই ব্যক্তি অপরাধটি সজ্ঘটন করেছে। এক্ষেত্রে মূল অপরাধী যে শাস্তি ভোগ করবে প্ররোচনা দানকারী ব্যক্তিও সেই একই শাস্তি ভোগ করবে।

ঞ) কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটনঃ

২০১৩ সালের আইনের অধীনে যদি কোন কোম্পানী অপরাধ করে তাহলে ঐ কোম্পানীর পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যারা সরাসরি অপরাধের সাথে যুক্ত তারা সবাই দায়ী হবে। "কোম্পানী" বলতে যে কোন কোম্পানী, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত সংগঠন বা সংস্থা বোঝাবে এবং "পরিচালক" অর্থে অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বোঝাবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ -এ উল্লেখিত অপরাধগুলোর বিচার কোন আদালত করতে পারবে?

২০১৩ সালের আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করবে। মামলার বিচার, অভিযোগ গঠনের ৪ (চার) মাসের মাধ্যে শেষ করতে হবে। চার মাসের নির্ধারিত সময়ে বিচার শেষ না হলে আরো ২ (দুই) মাস সময় বাড়ানো যাবে। সেক্ষেত্রে সময় বাড়ানোর যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করতে হবে এবং চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট কে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে হবে।

বিশেষ বিচারিক ক্ষমতাঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন, ২০১৩, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডিসট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এর সম্মুখে যদি উল্লেখিত কোন অপরাধ হয় তাহলে তারা মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে সে অপরাধের তৎক্ষণাৎ বিচার করতে পারবে।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ইত্যাদিঃ

"বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ বা ক্রয়-বিক্রয়ের দণ্ড" এবং "বহির্গমন স্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া বহির্গমনের ব্যবস্থাকরণের দণ্ড" এই দুটি অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য। (ধারা-৩৯)

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ৮ম অধ্যায় অনুযায়ী অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ, অননুমোদিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং অন্যান্য অপরাধ অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোসযোগ্য।

কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ ঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৮ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দেওয়ানী মামলা করার অধিকার রয়েছে। কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি রিক্রুটিং এজেন্ট বা অন্য যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ, অথবা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ করতে পারবে। অভিযোগ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করতে হবে। তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকার বা সরকার থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি আদেশ দ্বারা বা সালিশের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে পারবে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চতকরণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪২ অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসন রোধ ও অভিবাসী ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোন স্থান বা বিদেশগামী বা বাংলাদেশ অভিমুখী যে কোন বাহন তল্লাশ করতে পারবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৪ অনুযায়ী বহির্গমনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্যকোন স্থান দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রস্থান করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। মানব পাচার রোধকল্পে এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চত করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ হতে অবৈধ পথে বহির্গমন প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী অত্র আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কোন ব্যক্তি কোন অর্থ গ্রহণ করলে তা উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সরকারকে সহায়তা করতে পারে। সর্বোপরি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী এই আইনের বিধানাবলী মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর পরিপূরক হিসেবে গণ্য হবে।

------*****-------

দ্বিতীয় ভাগ

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা

পটভূমি

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৪ (১) অনুযায়ী সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ। সরকার জবরদস্তিমূলক শ্রম এবং মানব পাচার রোধে, আই.এল.ও. কনভেনশন নং ২৯, ১০৫ এবং ১৮২ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও, মানব পাচার ও অভিবাসন নিয়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য আইন হল মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২। সম্প্রতি বাংলাদেশে মানব পাচারের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। ২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন সহজবোধ্যকরণ মানব পাচার প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার[৬] আরও কার্যকরী ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। এরই প্রেক্ষাপটে, আই.এল.ও এই বুকলেট দ্বারা মানব পাচার আইনের একটি সহজ পাঠ প্রণয়ন করার মাধ্যমে একটি ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

[৬] আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে মূলতঃ পুলিশকে বোঝানো হয়ে থাকে। এছাড়াও মানব পাচার দমন সংস্থা, বর্ডার গার্ড, র‍্যাব, সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী, কোস্ট গার্ড, তদন্তকারী সংস্থাও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অধ্যায়- ১

মানব পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা

এ অধ্যায়ে মানব পাচার ও তার উপাদান, মানব পাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ এবং অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও, মানব পাচার, মানব চোরাচালান এবং অভিবাসন কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা এই অধ্যায়ে জানা যাবে।

মানব পাচারের উদ্দেশ্যঃ মানব পাচাকারীরা সংঘবদ্ধভাবে দেশে-বিদেশে অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। মানব পাচারকারীরা ভিক্টিমের সাথে গড়ে তোলা সম্পর্কের সূত্র ধরে বিদেশ গমন সংক্রান্ত বিষয়ে ভিক্টিমের সম্মতির অপব্যবহার করে।

মানব পাচারকারীদের উদ্দেশ্যঃ

- ভিক্টিমকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে / জবরদস্তি শ্রমে বাধ্য করা
- ভিক্টিমকে কারো কাছে বিক্রি করে দেয়া বা ক্রয় করা
- ভিক্টিমকে দিয়ে এমন কোন গর্হিত কাজ করানো যা সমাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আইনত দন্ডনীয়
- ভিক্টিমের উপার্জিত অর্থ ভোগ করা এবং ভিক্টিমের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা।

মানব পাচারের সংজ্ঞা ঃ

সাধারণভাবে মানব পাচার বলতে বোঝায়, চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে বা অন্য কোন মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কোন ব্যক্তির সম্মতি আদায় করে প্রতারণাপূর্বক বা অন্য কোন বেআইনি উপায়ে তাকে দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে প্রেরণ করে শোষণ করা। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (এ বুকলেটে পরবর্তীতে '২০১২ সালের মানব পাচার আইন' হিসেবে উল্লেখিত হবে) এর ধারা-৩ অনুযায়ী মানব পাচারকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ-

"মানব পাচার" অর্থ কোন ব্যক্তিকে-

- ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করে; বা
- প্রতরণাপূর্বক বা ঐ ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে (vulnerability); বা
- অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা (in kind) লেনদেন-পূর্বক ঐ ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করে;
- বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে যৌন শোষণ (শারীরিক নির্যাতন বা অমর্যাদা) বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়নের (exploitation) উদ্দেশ্যে বিক্রি বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয় দেওয়া (harbour)।

কারো যদি মানব পাচারের উদ্দেশ্য থাকে এবং সে যদি উপরিউক্ত কাজগুলোর যেকোন একটি করে থাকে তাহলেই '২০১২ সালের মানব পাচার আইনের অধীনে তা মানব পাচার হিসাবে গণ্য করা হবে।

অতএব, মানব পাচারের তিনটি উপাদান-

ক) পাচারকারীর কাজ (নিয়োগ, আশ্রয়, বিক্রি, হস্তান্তর, ইত্যাদি)

খ) পাচারের উপায় / পদ্ধতি (হুমকি, শক্তি প্রয়োগ, জবরদস্তি, অপহরণ, প্রতারণা, ইত্যাদি)

গ) পাচারের লক্ষ্য বা শোষণ (পতিতাবৃত্তি, জবরদস্তিমূলক শ্রম, যৌন-নির্যাতন বা অন্য কোন নির্যাতন বা শোষণ)।

শিশু পাচারঃ

উল্লেখ্য যে, ১৮ বছরের কমবয়সী কোন শিশু পাচারের শিকার হলে শিশু পাচারের ক্ষেত্রে উক্ত শিশুর সম্মতি বা তার বাবা-মার সম্মতি মানব পাচারের উপাদান হিসেবে ধরা হবে না। এবং তাকে যে উদ্দেশ্যে বা যেখানেই পাচার করা হোক না কেন তা মানব পাচার হিসেবেই পরিগণিত হবে।

মানব পাচারে সহায়তাঃ

যদি কোন ব্যক্তি, বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে

- প্রতারণার মাধ্যমে
- অসৎ উদ্দেশ্যে এবং
- জবরদস্তি শ্রম (কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, অধিকার, সম্পত্তি বা সুনাম ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে কাজ করানো), বা
- 'সার্ভিচিউড' (servitude) কাজ বা সেবা করার বাধ্যতামূলক শর্ত যা কোনভাবেই পরিবর্তন করা যায় না), বা
- ২০১২ সালের আইনে বলা রয়েছে এমন কোন শোষণ বা নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির শিকার হতে পারে জানার পরও

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজ বা চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে অভিবাসন বা বিদেশে যেতে প্রলুব্ধ বা সাহায্য করে, তাহলে ঐ ব্যক্তিও মানব পাচার করেছে বলে গণ্য করা হবে।

মানব চোরাচালান ঃ

অবৈধ পন্থায়, চাকুরির উদ্দেশ্যে বা বৈবাহিক সূত্রে বা রিফিউজি হিসেবে অন্য কোন দেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা বা অনুপ্রবেশ করতে সহায়তা করাকে মানব চোরাচালান বলে। যদি কোন মানব চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি বিদেশে নির্যাতনের শিকার হন তবে তা মানব পাচার হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং ভিক্টিম যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে বন্দি থাকে, তার উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে না পারে, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নির্যাতনের শিকার হন, তাহলেও মানব চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি মানব পাচারের শিকার হয়েছে বলে গন্য হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, মানব পাচার বৈধ বা অবৈধ উভয় প্রক্রিয়ায় বিদেশে গমনের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে। অথচ মানব চোরাচালান শুধুমাত্র অবৈধ যাত্রাপথে হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, মানব পাচার বৈধ বা অবৈধ উভয় প্রক্রিয়ায় বিদেশে গমনের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে। অথচ মানব চোরাচালান শুধুমাত্র অবৈধ যাত্রাপথে হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বৈধ পথে বিদেশে যেতে পারেন, তবে তিনি যদি সেখানে নির্যাতনের শিকার হন বা তার উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে না পারেন বা তার মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন তিনি মানব পাচারের শিকার হবেন। মানব চোরাচালানের ক্ষেত্রে 'যাত্রাপথ' অপরাধ নির্ধারণের অন্যতম মানদন্ড হিসেবে কাজ করে, অপর ক্ষেত্রে নির্যাতন/শোষণ মানব পাচারের মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত, সেক্ষেত্রে যাত্রাপথ যাই হোক না কেন।

<u>মানব পাচার ও অভিবাসনের পার্থক্যঃ</u>

২০১২ সালের মানব পাচার আইনে অভিবাসন সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। সাধারনভাবে পরিলক্ষিত হয় যে মানব পাচারের অন্যতম কারণ হল অনিরাপদ অভিবাসন। মানব পাচার ও অভিবাসনের প্রধান পার্থক্য হলো- অভিবাসন হয়ে থাকে বৈধ পথে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য, অথচ মানব পাচার শুধুমাত্র অবৈধ পথেই হয়ে থাকে যার উদ্দেশ্য থাকে শোষণ, নিপীড়ন বা মানবাধিকার লঙ্ঘন। অনেক সময়ে কোন ব্যক্তিকে বিদেশে বৈধ পথে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, উদ্দেশ্য অবৈধ বা অসৎ হওয়ার কারণে তা মানব পাচার হিসেবে গণ্য হতে পারে। মানব পাচারের ভিক্টিম অপরাধ সংঘটনকালীন সময় সবরকমের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু অভিবাসনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের আয় ভোগ করাসহ অন্যান্য আইনি অধিকার পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি তার সম্মতিক্রমে কোন কাজ করে না, অন্যদিকে একজন অভিবাসনকৃত ব্যক্তি নিজের সম্মতিতে কাজ করে থাকেন।

<u>মানব পাচারের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অপরাধসমূহঃ</u>

মানব পাচারের সাথে সম্পৃক্ত যে অপরাধ সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে তা হল শোষণ বা নিপীড়ন। ২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা-২(১৫) অনুযায়ী 'শোষণ' বা 'নিপীড়ন' (exploitation) অর্থ কোন ভিক্টিমের সম্মতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে

- পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন করা;
- পতিতাবৃত্তি অথবা পর্ণোগ্রাফি তৈরি বা বিতরণে নিয়োজিত করে মুনাফা ভোগ করা;
- জবরদস্তিমুলক শ্রম বা সেবা দিতে বাধ্য করা;
- ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage), দাসত্ব বা সার্ভিচিউড় (servitude), দাসত্বরূপ কাজ বা গৃহস্থালীতে সার্ভিচিউড করা;

উল্লেখ্য যে, কেবল এইসব বিষয়েই শোষণ বা নিপীড়নের অর্থ সীমিত হবে না।

অধ্যায়- ২

মানব পাচার প্রতিরোধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলো হল মানব পাচার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, ভিক্টিম চিহ্নিতকরণ (মানব পাচারের রাস্তা চিহ্নিতকরণ, কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল দ্বারা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি) এবং জনগণের কাছে মানব পাচার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ

মানব পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এবং উদ্ধারকৃত ভিক্টিমদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সাধারণত পাঁচ প্রকারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তা হলো ঃ

১। বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি

২। ভিক্টিম সনাক্তকরণ

৩। ভিক্টিমের সুরক্ষা

৩। ভিক্টিম ও জনগণের কাছে তথ্য সরবরাহ

৪। অপরাধের তদন্ত

বিদেশে সংঘটিত মানব পাচার প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাঃ

২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী এই আইনের অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের কোন জাহাজ বা বিমান ব্যবহার করে বা বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে মানব পাচার বা সংশ্লিষ্ট অপরাধ করলে অপরাধকারীর বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হবে। ২০১২ সালের মানব পাচার আইন অনুযায়ী ধারা-৪১ এ বিদেশে মানব পাচার হওয়া সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে। ধারা-৪১ অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে এই আইনের অধীন সংঘটিত

অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার এবং বিচারিক কার্যক্রমে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবে ঃ

- মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ,
- সাক্ষী,
- অপরাধলব্ধ অর্থ,
- অপরাধের উপকরণ,
- সাক্ষ্য-প্রামাণ বা
- বিবাদী বা
- অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে বা থাকার সম্ভাবনা থাকে।

তবে শর্ত থাকে যে, সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এইরকম যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা আদান-প্রাদানের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

মানব পাচার প্রতিরোধ এ ভিক্টিম ও জনগণের কাছে পাচার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা ৩৪ অনুযায়ী ভিক্টিম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের (যেমন, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক ইত্যাদি) মানব পাচার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান সাধারণত তিনটি ধাপে হয়ে থাকে ঃ

ক) উদ্ধারের সাথে সাথে ঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভিক্টিমকে চিহ্নিত ও উদ্ধার করার সাথে সাথে ভিক্টিমকে তার ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনি সহায়তার সুযোগ এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে জানাবে।

খ) উদ্ধার পরবর্তী পাচারকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাসে অন্তত একবার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে অবহিত করবে।

গ) তথ্য ভান্ডার ঃ মানব পাচার অপরাধ সংক্রান্ত একটি ব্যপক ভিত্তিক তথ্যভান্ডার পরিচালনা করতে হবে। ভিক্টিমকে চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, স্থানান্তর, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন কার্যকরভাবে করাই এর উদ্দেশ্য। এ তথ্যগুলো সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, সাংবাদিক বা জনসাধারণকে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভিক্টিমের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

তদন্ত ঃ

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা-১৯ অনুযায়ী মানব পাচার বা সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের সংবাদ প্রাপ্ত হলে বা ট্রাইব্যুনাল এতদসংক্রান্ত কোন অপরাধের তদন্তের নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট থানার উপ-পরিদর্শক বা তার উপরের পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের তদন্ত করবেন।

- মামলা দায়ের বা ট্রাইব্যুনাল থেকে তদন্তের নির্দেশ পাওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে।

- যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তদন্ত না হয়, সেক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ সময়সীমা শেষ হওয়ার অন্তত তিন দিন আগে তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ট্রাইব্যুনাললের কাছে সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আবেদন করবেন।

- নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় তদন্তের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ট্রাইব্যুনাল মানব পাচার এবং তৎসংক্রান্ত তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল তার নিজ বিবেচনায় যৌক্তিক মেয়াদে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করবে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বিদেশী সাক্ষ্য-প্রামাণ করার জন্য বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন হলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করবে। সরকার ঐ তদন্ত দলকে যথাসম্ভব প্রশাসনিক এবং আর্থিক সহায়তা দিবে।

অধ্যায়-৩

উদ্ধার এবং প্রাথমিক পুনর্বাসনঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের ভূমিকা

এ অধ্যায়ে মানব পাচারের শিকার ব্যাক্তি বা ভিক্টিম উদ্ধার, ভিক্টিমের অধিকার, তার পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং এ সংক্রান্ত আইন প্রয়োকারী সংস্থার ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মানব পাচার প্রতিরোধে রিক্রুটিং এজেন্টের কি ভূমিকা রয়েছে তা জানা যাবে।

উদ্ধার এবং প্রাথমিক পুনর্বাসন ঃ

ভিক্টিমের উদ্ধার, নিরাপত্তা প্রদান ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর ধারা-৩৬ অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভিক্টিমের প্রতি উদ্ধার ও উদ্ধার পরবর্তী দায়িত্বগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা ঃ

নিরাপত্তাবিধান (protection), পুনর্বাসন (rehabilitation) এবং সামাজিক একীভূতকরণ (Integration) ঃ

আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের ভিকটিমের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের, টেকসই পুনর্বাসন ও সামাজিক একীভূতকরণ সুবিধা, শারীরিক চিকিৎসা এবং আইনি ও মানিসক পরামর্শ সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। উদ্ধারের পর ভিক্টিমকে নিজ পরিবারে ফেরত পাঠানো না হলে কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে পাঠাতে হবে। সেক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তৎক্ষণাৎ সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদান করবে।

ভিক্টিমকে তার অধিকার সম্পর্কে জানানোঃ

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা-৩২ অনুযায়ী মানব পাচারের ভিক্টিমের নিম্নবর্ণিত আইনগত অধিকার রয়েছে। যথাঃ-

- ভিকটিম বা মানব পাচারের মামলা সংক্রান্ত তথ্য জানার অধিকার
- সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার
- আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার
- ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ও দেওয়ানী মামলা করার অধিকার
- মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জানার অধিকার

মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে কি কি নিরাপত্তা দিতে হবে?

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা-৩৭ অনুযায়ী ভিক্টিমের বা মানব পাচার অপরাধের সাক্ষীর নিম্মলিখিত সুরক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে?

- মামলা থেকে সুরক্ষাঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি ২০১২ সালের মানব পাচার আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে মানব পাচার বা সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য অভিযুক্ত না হয় বা শাস্তি না পায়।

- গোপনীয়তা রক্ষা ঃ ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ছাড়া মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারের কোন সদস্যের নাম, ছবি, তথ্য বা পরিচয় কেউ প্রচার বা সম্প্রচার করতে পারবে না। যে ব্যক্তি উক্ত আইন লঙ্ঘন করবে তার সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা দুটি শাস্তিই হবে।

- নিরাপত্তা ও সরকারী সুরক্ষাঃ মানব পচারের শিকার যেকোনো ব্যক্তি বা সাক্ষীকে কোন ব্যক্তি হুমকি দিলে অথবা তাদের প্রতি অন্য কোন প্রকার ঝুকির আশঙ্কা সৃষ্টি হলে তাদের পুলিশী নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুরক্ষামূলক সকল ব্যবস্থা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও, আদালতে এবং অন্যান্য ফৌজদারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সময় বা আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসের সময় ভিক্টিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধান করা উল্লেখিত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হবে।

- শিশু ভিক্টিম ও শিশু সাক্ষীর অধিকারঃ ২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা ৩৮ অনুযায়ী শিশু ভিকটিম ও শিশু সাক্ষীর নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। মানব পাচার অপরাধের শিকার শিশু এবং শিশু সাক্ষী নিয়ে কাজ করার সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ট্রাইব্যুনালসহ যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে এতদসংক্রান্ত যে সব নীতি আছে তা সহ এই বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যমান অন্যান্য আইনের বিধান মেনে চলবে। এছাড়াও মানব পাচারের শিকার শিশুদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়া বা তাদের এবং শিশু সাক্ষীদের কলঙ্কিত হওয়া বা সামাজিকভাবে একঘরে হওয়া বা শিশু হস্তক্ষেপ বা শিশু-বান্ধব প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে এই আইনের সাথে দ্বন্দ্বে (conflict) বা এর সংস্পর্শে (contact) আসা কোন শিশু নিয়ে কাজ করবে না। মানব পাচারের শিকার কোন শিশুকে বা ভিকটিম শিশুকে উন্নয়ন কেন্দ্রে (development centre/remand home) পাঠাবে না বা আটকে রাখবে না।

<u>আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়</u>

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভিক্টিমকে উদ্ধার, তার পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান এবং ভিক্টিমকে তার অধিকার সম্পর্কে অবগত করবে। সর্বোপরি ভিক্টিম ও মামলার সাক্ষীর সুরক্ষার দায়িত্ব ও আইন প্রয়োগের প্রয়োগকারী সংস্থার উপর ন্যস্ত। মানব পাচার অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে নিম্নোক্ত দায়িত্ব গুলোই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয় যা নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।

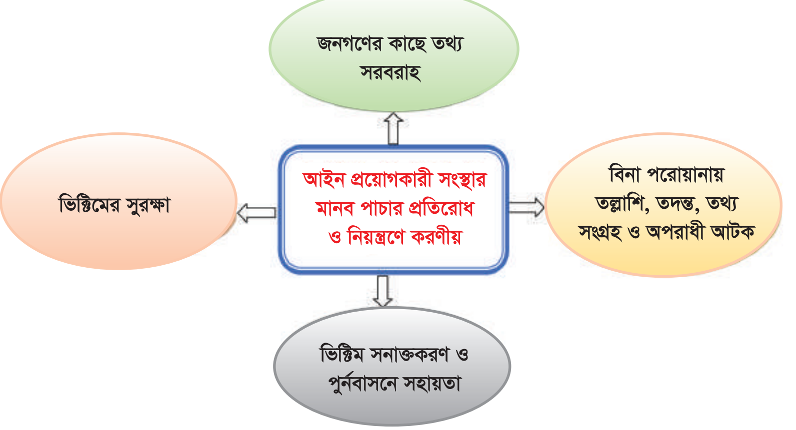

অভিযোগ দায়ের

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ধারা-১৭ অনুযায়ী যেকোনো ব্যক্তি পুলিশের কাছে বা ট্রাইব্যুনালে মানব পাচার এর অভিযোগ দায়ের করতে পারবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়াসহ তার নাম পরিচয় গোপন রাখবে। এছাড়াও ট্রাইব্যুনাল নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার দ্বারা নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গুরুতর অবহেলার প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করলে সরকার উক্ত প্রসিকিউটরকে অপসারণ বা প্রতিস্থাপিত করবে।

রিক্রুটিং এজেন্টের ভূমিকা

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর অধীনে রিক্রুটিং এজেন্টের প্রধান দায়িত্ব একজন বিদেশগামী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে একমাত্র রিক্রুটিং এজেন্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এবং ২ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্টের প্রধান দায়িত্ব শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা এবং নিরাপদ অবিবাসন নিশ্চিত করা। একজন রিক্রটিং এজেন্টের কাছে অভিবাসী শ্রমিক এবং বৈদেশিক নিয়োগকারী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য থাকে বিধায় মানব পাচার প্রতিরোধে রিক্রুটিং এজেন্ট সম্ভাব্য মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ দুতাবাস বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মানব পাচার সম্পর্কে অবগত হলে যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। তদুদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট মানব পাচারের কোন ঘটনা আশঙ্কা করলে বৈদেশিক নিয়োগকারী এবং অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ দুতাবাস ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রদান করবে। এছাড়াও মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী সরকার মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনকল্পে বিধি দ্বারা কর্মপ্রণালী তৈরি করবে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে। এক্ষেত্রে সরকার মানব পাচার প্রতিরোধ এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন করতে রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারে।

অধ্যায়- ৪

মানব পাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে প্রতারণার মাধ্যমে, অসৎ উদ্দেশ্য এবং বাধ্যতামূলক শ্রম বা সার্ভিচিউড (Servitude) বা ২০১২ সালের মানব পাচার ও দমন আইনের ধারা-২ এর উপ-ধারা (১৫) এ বর্ণিত কোনো শোষণ বা নিপীড়ণমূলক পরিস্থিতির শিকার হতে পারে জানা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজ বা চাকরির উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করে, তাহলে তা ধারা (১) এ সংজ্ঞায়িত 'মানবপাচার' এর অন্তর্ভূক্ত হবে।[৭]

মানব পাচার ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহের জন্য ২০১২ সালের মানব পাচার আইনে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ আইনে বর্ণিত সমস্ত অপরাধই আমলযোগ্য (Cognizable), অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) এবং অ-আপোষযোগ্য (Non-compoundable) অপরাধ। ২০১২ সালের আইনের ধারা ৬ থেকে ধারা ১৫ এ অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে আলোচেনা করা হয়েছে, যথাঃ

[৭] ব্যাখ্যা, ধারা-৩, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

অপরাধ	শাস্তি
মানব পাচার ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী একটি সঙ্ঘবদ্ধ ঘৃণ্য অপরাধ।	সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং সবনিম্ন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা। কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
কোন ব্যক্তি মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা দিলে, ষড়যন্ত্র করে এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে অথবা সজ্ঞানে কোন মানব পাচার অপরাধ করতে, বা করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির জন্য- তার সম্পত্তি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে অথবা কোন দলিল-দস্তাবেজ গ্রহণ, বাতিল, গোপন, অপসারণ, ধ্বংস বা তার মালিকানা গ্রহণ করে; নিজেকে ঐ অপরাধের সাথে জড়িত করলে তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা। কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।

মানব পাচারের সময় আরও কিছু অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। এ সব অপরাধ ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। নিম্নে এ সকল অপরাধের বর্ণনা ও শাস্তির বিধান দেয়া হলঃ

অপরাধ	শাস্তি
কোন সংঘবদ্ধ দলের একাধিক সদস্য, দলের সকল সদস্যের সাধারণ ইচ্ছা পূরণের জন্য, কোন আর্থিক বা অন্য কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে, ২০১২ সালের আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করলে ঐ দলের প্রত্যেক সদস্য ঐ অপরাধ করার জন্য অভিযুক্ত হবে।	অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা সর্বনিম্ন ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।

অপরাধ	শাস্তি
কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের ইচ্ছায় বা যৌন শোষন বা নিপীড়ণসহ অন্য কোন শোষনের উদ্দেশ্যে, কোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটকে রাখলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং সবনিম্ন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা। কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
মানব পাচারের অপরাধ করার ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি, কোন নবজাত শিশুকে, কোন হাসপাতাল, সেবা-সদন, মাতৃ-সদন, শিশু-সদন, বা ঐ নবজাত শিশুর মা -বাবার হেফাজত থেকে চুরি করলে বা অপহরণ করলে তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
কোন ব্যক্তি জবরদস্তি বা প্রতারণা করে বা প্রলোভন দেখিয়ে, অন্য কোন ব্যক্তিকে, পতিতাবৃত্তি অথবা কোন প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নমূলক কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে, বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আনলে বা বাংলাদেশের ভিতরে কোথাও নিয়ে গেলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর এবং সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
কোন ব্যক্তি পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করলে অথবা তা স্থাপন বা পরিচালনা করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য বা অংশগ্রহণ করলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।

অপরাধ	শাস্তি
কোন ব্যক্তি, যিনি-(lessee) ভাড়াটিয়া, ইজারাদার, দখলদার বা কোন জায়গা দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন, তিনি জেনেশুনে ঐ জায়গা বা এর কোনো অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিলে; অথবা কোন বাড়ির মালিক, ইজারা-দাতা (lessor) অথবা জমির মালিক অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি ঐ বাড়ি অথবা কোন অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার হবে জানার পরও ঐ বাড়ি বা জমি ভাড়া দিলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
কোন ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে (পার্ক, খেলার মাঠ, বা দোকানপাঠ) অথবা ঘরের ভিতরে বা বাইরে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে, মুখের ভাষায় বা অঙ্গভঙ্গি করে বা অশালীন ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে, অন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে অথবা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।
কোন ব্যক্তি, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা মামলার সাক্ষীকে বা তার পরিবারের কোনো সদস্যকে, হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগ করে, এই আইনের অধীন দায়ের করা কোন মামলার তদন্ত বা বিচারকাজে যেকোনো রকম গুরুতর বিঘ্ন করলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে।	সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর এবং সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।

অপরাধ	শাস্তি
কোন ব্যক্তি, অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, - এই আইনের অধীন, মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করলে, বা - আইন প্রক্রিয়ায় অপব্যবহার করলে, বা - অন্য কোন ব্যক্তিকে তা করতে বাধ্য করলে, তা ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী অপরাধ হবে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালের আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা তার নিজ ক্ষমতায় মিথ্যা মামলার অপরাধ আমলে নিয়ে তার বিচার শুরু করতে পারবে এবং প্রয়োজনে, কারণ লিখে, মূল মামলার বিচার স্থগিত করতে পারবে।	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং সর্বনিম্ন ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা হবে। এক্ষেত্রে কারাদন্ড এবং জরিমানা উভয়ই শাস্তি হিসাবে গণ্য হবে।

কোন ব্যক্তি ২০১২ সালের মানব পাচার আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগী (abettor) হলে তিনি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য প্রযোজ্য দন্ডে দন্ডিত হবেন।

শব্দ-সুচি

অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার অভিবাসন আই.এল.ও আই.এল.ও কনভেনশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপোষযোগ্য আমলযোগ্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ সেল জবরদস্তিমূলক শ্রম জবাবদিহিতা জামিনযোগ্য ট্রাইব্যুনাল তদন্ত নারী শ্রমিক পুনর্বাসন বায়রা বিএমইটি বিদেশগামী শ্রমিকের অধিকার	বিদেশি নিয়োগকর্তা বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ ভিক্টিম মানব চোরাচালান মানব পাচার মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ মানব পাচার সম্পৃক্ত অপরাধ মৃত্যুদন্ড রিক্রুটিং এজেন্ট / এজেন্সিস রিক্রুটিং এজেন্টের দায়-দায়িত্ব রেজিস্ট্রেশন / নিবন্ধন লাইসেন্স শিশু পাচার শ্রমিক নির্বাচন শোষণ বা নিপীড়ন সহযোগী সরকারী দাবী উদ্ধার আইন, ১৯১৩ সার্ভিচিউড

সংযুক্তি

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ পৃষ্ঠা ৪২-৫৭
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ পৃষ্ঠা ৫৮-৭৬

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ২৭, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর, ২০১৩/১২ কার্তিক, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৬ অক্টোবর, ২০১৩ (১১ কার্তিক, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে Emigration Ordinance, 1982 রহিতপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক অন্যান্য সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) রহিতপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

(৯১৮৯)

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

যেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অভিবাসন"** অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন দেশে কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে কোন নাগরিকের বাংলাদেশ হইতে বহির্গমন;

(২) **"অভিবাসী"** অর্থ বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি কোন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিয়াছেন এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছেন;

(৩) **"অভিবাসী কর্মী" বা "কর্মী"** অর্থ বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি অন্য কোন রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে—

(ক) কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন বা গমন করিতেছেন;

(খ) কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন; অথবা

(গ) কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর বা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেন;

(৪) **"চাহিদা-পত্র"** অর্থ বিদেশী অথবা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশী কোন নাগরিকের বিদেশে কোন প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির অধীন কাজের উদ্দেশ্যে নিয়োগের কোন প্রস্তাব বা চাহিদা, যাহা নিয়োগকারী দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিসা দ্বারা বা অন্য কোনভাবে অনুমোদিত;

(৫) **"নাগরিক"** অর্থ Citizenship Act, 1951 (Act No. II of 1951) এবং Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন নাগরিক;

(৬) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) **"নির্ভরশীল"** অর্থ অভিবাসীর স্ত্রী/স্বামী এবং মাতা, পিতা, ক্ষেত্রমত, সন্তান, ভাই, বোন বা যাহারা উক্ত ব্যক্তির উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল;

(৮) **"নিয়োগকারী"** অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশি বা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৯) **"প্রতারণা"** অর্থ ঘটনা বা আইন সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কথা, কাজ, আচরণ, লিখিত চুক্তি বা দলিল দ্বারা অন্যকে প্রতারিত বা প্রলুব্ধ বা ভুলপথে পরিচালিত করা, এবং প্রতারণাকারী ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত প্রবঞ্চনা এবং Contract Act, 1872 (Act No. IX of 1872) এর section 17 এ "fraud" অভিব্যক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) **"বহির্গমন"** অর্থ কোন বাংলাদেশী নাগরিকের দেশের বাহিরে গমন;

(১১) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১২) **"ব্যুরো"** অর্থ Ministry of Health Population Control and Labour এর স্মারক No. VIII/E-4/76/296. Dated 3-4-1976 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(১৩) **"বৈদেশিক কর্মসংস্থান"** অর্থ বাংলাদেশের বাহিরে কোন নাগরিকের কর্মসংস্থান;

(১৪) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **"রিক্রুটমেন্ট"** অর্থ বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী বা বাংলাদেশী নিয়োগকারী কর্তৃক, মৌখিক বা লিখিতভাবে, কর্মী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার, পত্র যোগাযোগ, এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া নিয়োগপত্র প্রদান;

(১৬) **"রিক্রুটিং এজেন্ট"** অর্থ ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(১৭) **"লাইসেন্স"** অর্থ ধারা ৯ এর অধীন রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিবাসী কর্মী প্রেরণ, অভিবাসন, ইত্যাদি

৩। **অভিবাসী কর্মী প্রেরণের কর্তৃত্ব।**—(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে কর্মী নির্বাচন ও বিদেশে প্রেরণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ সরকার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) ব্যুরো, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইনের অধীন রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

৪। **অভিবাসন।**—(১) এই আইনের বিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন নাগরিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করিবেন না অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইবেন না।

(২) কোন নাগরিকের অভিবাসনের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত ছাড়পত্রসহ নিম্নরূপ দলিল ও কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) কোন দেশের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা কোন রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হইবার প্রমাণপত্র এবং ভিসা; অথবা

(খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পক্ষে নিয়োগপত্র অথবা নিয়োগকারী দেশের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যানুমতিপত্র বা অনাপত্তিপত্র এবং ভিসা।

৫। **কতিপয় ব্যক্তির বহির্গমনের ক্ষেত্রে এই আইনের অপ্রযোজ্যতা।**—এই আইন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির বহির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা :—

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্ম বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে, কর্তব্যপালন, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীর জন্য বিদেশে গমনকারী;

(খ) ছাত্র, প্রশিক্ষণার্থী অথবা পর্যটক;

(গ) কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সংস্থার চাকুরীর উদ্দেশ্যে স্ব-উদ্যোগে গমনকারী;

(ঘ) বিদেশে চিকিৎসা, ধর্মীয়, ব্যবসা বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গমনকারী;

(ঙ) বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত বা বিদেশে বসবাসরত কোন বাংলাদেশী নাগরিকের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি; অথবা

(চ) শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমনকারী শিক্ষা সমাপনান্তে কোন কর্মে নিয়োজিত হইলে;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সাংঘর্ষিক নয় এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে গমনকারী।

৬। **সমতা নীতির প্রয়োগ।**—এই আইনের অধীন বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচন বা কর্মী প্রেরণ, অভিবাসী কর্মীর দেশে প্রত্যাগমন এবং এই আইনের অধীন কোন সেবা প্রদান বা কার্য নির্বাহ করিবার ক্ষেত্রে সমতা নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ, জন্ম স্থান, ভাষা,বয়স, নৃ-গোষ্ঠী, গোত্র-পরিচয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক পরিচয়, আঞ্চলিকতা অথবা অন্য কোন কারণে কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

৭। **বহির্গমনের স্থান।**—বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বন্দর বা স্থান হইতে বহির্গমন করিতে হইবে।

৮। **অভিবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।**—(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন দেশে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসন রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের পরিপন্থী হইবে অথবা তাহাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত দেশে অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, জনস্বার্থে বা মানবসম্পদ রক্ষার্থে, কোন নাগরিক বা কোন শ্রেণীর নাগরিকের অভিবাসনের উপর সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রিক্রুটিং এজেন্ট, লাইসেন্স, ইত্যাদি

৯। **লাইসেন্স।**—(১) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

(২) রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করিতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সহ আয়কর প্রদানের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) আর্থিক স্বচ্ছলতার সপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(ঘ) পুলিশ প্রত্যয়নপত্র;

(ঙ) কোম্পানী হইলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি;

(চ) কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অধিক অর্থ গ্রহণ করিবে না মর্মে হলফনামা; এবং

(ছ) কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না মর্মে অঙ্গিকারনামা।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় তদন্তপূর্বক সরকার সন্তুষ্ট হইলে, নির্ধারিত জামানত গ্রহণ ও শর্ত সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্ট হিসাবে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা আবেদন নামঞ্জুর করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে আবেদনকারী, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে সরকারের নিকট উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) লাইসেন্স ফি, জামানত এবং ধারা ১১ এর অধীন প্রদেয় নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;

(গ) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী না হন;

(ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং উক্ত দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়;

(ঙ) মানব পাচার, অর্থ পাচার,আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ অথবা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হন;

(চ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং দণ্ড ভোগের পর ২ (দুই) বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

(২) কোন সংস্থা, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্তার অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুর করা যাইবে, যদি—

(ক) সংস্থা বা কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানী বা সংস্থার অন্যূন শতকরা ষাট ভাগ শেয়ার; এবং

(খ) অংশীদারী কারবার বা অন্য কোন আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে, উক্ত অংশীদারী কারবার বা সত্তার মূলধন বা মালিকানার শতকরা ষাট ভাগের মালিকানা;

বাংলাদেশী নাগরিকের হইয়া থাকে বা বাংলাদেশী নাগরিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১১। **লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন।**—ধারা ৯ এর অধীন প্রদত্ত রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, তিন বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

১২। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিল।**—(১) সরকার নিম্নবর্ণিত কোন কারণে উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া কোন রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) মিথ্যা তথ্য অথবা প্রতারণার মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে;

(খ) লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে বা যথা সময়ে লাইসেন্স নবায়ন না করিলে;

(গ) এই আইন, বিধি বা রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(ঘ) লাইসেন্স প্রদানের পর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইলে;

(ঙ) বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বা নির্বাচন করিলে; অথবা

(চ) কোম্পানী, সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে, উহার অবসায়ন হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত করা হইলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে না।

(৩) কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে, স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট সরকারের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদন নিস্পত্তি করিবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত লেনদেনে জড়িত হইয়াছে এমন ব্যক্তিদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করিবার লক্ষ্যে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। **লাইসেন্স প্রত্যাহার**।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জনস্বার্থে, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

১৪। **শাখা অফিস**।—কোন রিক্রুটিং এজেন্ট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৫। **রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব**।— রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অভিবাসী কর্মীর স্বার্থ রক্ষা;

(খ) অভিবাসী কর্মীকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১৯ এর অধীন নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন এবং বহির্গমন ছাড়পত্র সংগ্রহ করা;

(গ) কর্মসংস্থান চুক্তি অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ এবং বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান এবং কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সে উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৬। **রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণীবিভাগ।**—(১) সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণীবিন্যাস করিতে পারিবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহ যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক শ্রেণীবিন্যাস করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন রিক্রুটিং এজেন্টের শ্রেণীবিন্যাস করিবার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। **লাইসেন্স হস্তান্তর ও ঠিকানা পরিবর্তন, ইত্যাদি।**—(১) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন ভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(২) কোন রিক্রুটিং এজেন্টের মৃত্যুর কারণে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স তাহার উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাইবে না, তবে তাহার উত্তরাধিকারী নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে তাহার আবেদন সরকার, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিবে এবং এইরূপ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে পূর্বের লাইসেন্সের নম্বর অপরিবর্তিত রাখা যাইবে।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট কোন কোম্পানী, সংস্থা, অংশীদারী কারবার বা আইনগত সত্তা হইলে উহার কোন অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য তাহার অংশ বা শেয়ার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(৪) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তিত ঠিকানা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি ব্যুরো এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। **জামানত বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি।**—(১) ধারা ১২ এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক জমাকৃত জামানতের সম্পূর্ণ অর্থ বা উহার অংশবিশেষ জরিমানা হিসাবে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক প্রেরিত কর্মীকে বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করাইবার খরচ বহন করা যাইবে।

(৩) ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা তাহাকে বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ অপর্যাপ্ত হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার উক্ত অর্থ তাহার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

(৫) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স সমর্পণ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে, সরকার, রিক্রুটিং এজেন্ট বা তাহার উত্তরাধিকারীকে জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন, বহির্গমন ছাড়পত্র, ইত্যাদি

১৯। **অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন ও স্বার্থ সংরক্ষণ**।—(১) এই আইনের অধীন অভিবাসন করিতে আগ্রহী ব্যক্তি বা অভিবাসী সকল কর্মীকে, স্ব স্ব পেশা উল্লেখপূর্বক, ব্যুরোর নিকট হইতে নিবন্ধিত হইতে হইবে এবং ব্যুরো নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং, প্রয়োজনে, উক্ত তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) কোন অভিবাসী উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত না হইলে, যে কোন সময়, তিনি যে পেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন উহা উল্লেখপূর্বক, বাংলাদেশে বা যে দেশে অবস্থান করিতেছেন সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে নিবন্ধন করিবেন।

(৩) ব্যুরো, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী এবং রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশাভিত্তিক নিবন্ধিত কর্মীর তালিকা হইতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, উন্মুক্তভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে, কর্মী নির্বাচন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ নিবন্ধিত কর্মী পাওয়া না গেলে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে কর্মী নির্বাচনের পূর্বে কর্মীদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হইবে না মর্মে ঘোষণা থাকিতে হইবে।

(৪) ব্যুরো বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দায়িত্ব, কার্যাবলি এবং তদারকির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **বহির্গমন ছাড়পত্র**।—অভিবাসনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ সাপেক্ষে, ব্যুরো, ধারা ১৯ এর অধীন নিবন্ধিত প্রত্যেক ব্যক্তির পাসপোর্টে নিবন্ধিত নম্বর সম্বলিত সীল এবং উক্ত কর্মীর আঙ্গুলের ছাপ, বায়োমেট্রিক তথ্যসহ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ইলেক্ট্রনিক কার্ডে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

২১। **অভিবাসন ব্যয়**।— বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনের জন্য সরকার, আদেশ দ্বারা, অভিবাসন ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মসংস্থান চুক্তি

২২। কর্মসংস্থান চুক্তি।—(১) রিক্রুটিং এজেন্ট নির্বাচিত কর্মী এবং তাহার নিয়োগকারীর মধ্যে একটি কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদন করিবে, যাহাতে অভিবাসী কর্মীর বেতন, আবাসন সুবিধা, কাজের মেয়াদ, মৃত্যু বা জখম-জনিত কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, বিদেশে গমন এবং বিদেশ হইতে ফেরত আসিবার খরচ, ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চুক্তির ক্ষেত্রে, রিক্রুটিং এজেন্ট বৈদেশিক নিয়োগকারীর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হইবেন এবং চুক্তি সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বের জন্য উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট এবং নিয়োগকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৩) রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির অনুলিপি ব্যুরো এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিবেন।

(৪) ব্যুরো অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণ করিবার ক্ষেত্রে ব্যুরো বা সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা বা কোম্পানী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং কর্মীর সহিত কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং চুক্তির অনুলিপি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে প্রেরণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রম কল্যাণ উইং এবং অভিবাসন বিষয়ক চুক্তি

২৩। **শ্রম কল্যাণ উইং।**—বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও অভিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন দেশে শ্রম কল্যাণ উইং প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে, সরকার সেই দেশে বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসে শ্রম কল্যাণ উইং প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং উহা এই আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

২৪। **শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্ব।**—(১) শ্রম কল্যাণ উইং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন করিবেন এবং, প্রয়োজনে, নিয়োগকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতি বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সরকারের নিকট একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত তথ্যের উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) অভিবাসী কর্মীদের তালিকা এবং কোন্ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, কর্ম পরিবেশ, সুবিধা ও সমস্যাবলী;

(খ) অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার তালিকা ও বিবরণ, যদি থাকে, এবং আটককৃত বা কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কর্মী সম্পর্কে তথ্য;

(গ) যে সকল অভিবাসী কর্মীর মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের লাশের তালিকা, মৃত্যুর কারণ ও দাফন সংক্রান্ত তথ্য, এবং নিয়োগকর্তার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে কি না বা পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা;

(ঘ) বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, পরামর্শ, আইনী সহায়তা বা তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী কর্মীর প্রয়োজনীয়তার একটি সমীক্ষাগত ধারণা এবং উক্ত দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর অধিকার বিষয়ক বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থা;

(চ) পাসপোর্ট, ভিসা, কনস্যুলার সেবা সংক্রান্ত সুবিধাদি; এবং

(ছ) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

২৫। **অভিবাসন বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।**—(১) সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকের অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি, শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অভিবাসী কর্মীর প্রত্যাবাসন বা দেশের অভ্যন্তরে পুনর্বাসন এবং অভিবাসী কর্মীসহ যে কোন অভিবাসী এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি, অন্যান্য নীতিসহ, নিম্নবর্ণিত নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হইবে, যথা ঃ—

(ক) দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে সকল অভিবাসী কর্মীর অধিকার, নিরাপত্তা ও মানব মর্যাদা রক্ষা;

(খ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর শ্রম অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর তথ্যের অধিকার এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাইবার অধিকার নিশ্চিতকরণ।

সপ্তম অধ্যায়
অভিবাসী কর্মীর অধিকার

২৬। **তথ্যের অধিকার।**—কোন অভিবাসী কর্মীর বিদেশে যাইবার পূর্বে অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং কর্মসংস্থান চুক্তি বা বিদেশে কর্মের পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার এবং বিভিন্ন আইনগত অধিকার সম্পর্কে জানিবার অধিকার থাকিবে।

২৭। **আইনগত সহায়তা।**—অভিবাসী কর্মী এবং অভিবাসনের নামে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত আইনগত সহায়তা পাইবার অধিকার থাকিবে।

২৮। **দেওয়ানী মামলা দায়েরের অধিকার।**—এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন অভিবাসী কর্মী এই আইনের কোন বিধান বা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

২৯। **দেশে ফিরিয়া আসিবার অধিকার।**—(১) কোন অভিবাসী কর্মীর, বিশেষত বিদেশে আটককৃত কিংবা আটকেপড়া বা বিপদগ্রস্ত কর্মীর দেশে ফিরিয়া আসিবার এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন বা দূতাবাসের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাইবার অধিকার থাকিবে।

(২) কোন অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফেরত অনিবার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হইয়া থাকিলে, উক্ত ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৩) কোন রিক্রুটিং এজেন্টের অবহেলা বা বেআইনি কার্যক্রমের কারণে কোন অভিবাসী কর্মী বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকিলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে উক্ত অভিবাসী কর্মীকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার খরচ বহন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অর্থ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট হইতে Public Demand Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায় করিতে পারিবে।

৩০। **আর্থিক ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি।**—অভিবাসী কর্মী এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সরকার, প্রয়োজনে, তাহাদের জন্য ব্যাংক ঋণ, কর রেয়াত, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ইত্যাদি প্রবর্তন এবং সহজলভ্য করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড ও বিচার

৩১। **অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ, ইত্যাদির দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট—

(ক) এই আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ বা প্রেরণে সহায়তা করিলে বা চুক্তি করিলে;

(খ) কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিলে বা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে;

(গ) কোন অভিবাসী কর্মীর পাসপোর্ট, ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র বৈধ কারণ ব্যতীত আটকাইয়া রাখিলে;

(ঘ) প্রতারণামূলকভাবে অধিক বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে অভিবাসন করাইলে বা অভিবাসনের নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ হইতে প্রলুব্ধ করিলে অথবা অন্য কোনভাবে প্রতারণা করিলে;

উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩২। **অননুমোদিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট সরকার বা ব্যুরোর পূর্বানুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বা অভিবাসন বিষয়ক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৩। **বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ বা ক্রয়-বিক্রয়ের দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী বা বিদেশ হইতে চাহিদাপত্র, ভিসা বা কার্যানুমতিপত্র সংগ্রহে অবৈধ পন্থা গ্রহণ করিলে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উহা ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৩(তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৪। **বহির্গমন স্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া বহির্গমনের ব্যবস্থাকরণের দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে বহির্গমনের জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়া বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনের ব্যবস্থা করিলে বা সহায়তা করিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৫। **অন্যান্য অপরাধের দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৬। **অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা বা প্ররোচনা প্রদান করিলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্দিষ্টকৃত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৭। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।—কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত কোম্পানীর এইরূপ পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) "কোম্পানী" অর্থে নিগমিত বা নিবন্ধিত হউক বা না হউক, যে কোন কোম্পানী, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) "পরিচালক" অর্থে অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৮। **বিচার**।—(১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে এই আইনের অধীন বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময়সীমা অনধিক ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে তিনি চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা ক্ষেত্রমত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

৩৯। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোসযোগ্যতা, ইত্যাদি**।—ধারা ৩৩ ও ৩৪ এর অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য এবং ধারা-৩১, ৩২ ও ৩৫ এর অধীন অপরাধ অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোসযোগ্য হইবে।

৪০। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত হওয়া**।—এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হইবে।

৪১। **সরকারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন**।—(১) এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারের নিকট রিক্রুটিং এজেন্টসহ যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারনা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ অথবা কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সরকার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি তদন্ত সমাপ্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিচালিত তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তদন্ত শেষ হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩(তিন) মাসের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা সরাসরি বা সালিসের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সালিসের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৪২। **তল্লাশি।**—অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ বা অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন স্থান বা বিদেশগামী বা বাংলাদেশ অভিমুখী যে কোন বাহন তল্লাশি করিতে পারিবেন।

৪৩। **অবৈধভাবে গৃহীত অর্থ উদ্ধার।**—(১) এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন অর্থ গ্রহণ করা হইলে সরকার, প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে, এবং লিখিত আদেশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অর্থ উদ্ধার বা, প্রয়োজনে, ক্ষতিপূরণের মামলা দায়েরপূর্বক আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উদ্ধারকৃত বা আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবে।

৪৪। **ক্ষমতার্পণ এবং প্রতিনিধি নিয়োগ।**—সরকার অভিবাসী কর্মীসহ যে কোন অভিবাসীর অধিকার রক্ষা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রজ্ঞাপন দ্বারা বা চুক্তির মাধ্যমে কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে, কোন রাষ্ট্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবে।

৪৫। **অসুবিধা দূরীকরণে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৬। **অন্যান্য আইনের পরিপূরক গণ্য হওয়া।**—এই আইনের বিধানাবলী পাসপোর্ট, ইমিগ্রেশন, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়, বিদেশী নাগরিকের নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাপাচার, মানবপাচার এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রচলিত আইনের পরিপূরক হইবে এবং তাহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবে না।

৪৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Emigration Ordinance 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা বা প্রণীত কোন বিধি বা জারিকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত বা জারিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন আদালতে উক্ত Ordinance এর অধীন কোন মামলা বা কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এমনভাবে শুনানী ও নিস্পত্তি হইবে, যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৩ নং আইন

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন এবং মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু মানব পাচার সংক্রান্ত সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত আন্তঃদেশীয় অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও দমনকল্পে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "আশ্রয় কেন্দ্র" অর্থ জেলখানা ব্যতীত এমন প্রতিষ্ঠান যাহা, যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন, মানব পাচারের শিকার বা মানব পাচার হইতে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিবর্গের গ্রহণ, আশ্রয় এবং পুনর্বাসনকল্পে প্রতিষ্ঠিত;

(২) "আশ্রয় দেওয়া" বা "লুকাইয়া রাখা" (harbouring) অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বিক্রয় বা পাচারের উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখা, আশ্রয় দেওয়া বা অন্য কোনভাবে সহায়তা করা এবং দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৫২ক এ যেই অর্থে "Harbour" অভিধাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage)" অর্থ কোন ব্যক্তির সেইরূপ অবস্থান যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি কোন ঋণের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়গ্রস্ত হইলে অথবা বেআইনিভাবে তাহাকে ঋণ-দায়গ্রস্ত বলিয়া দাবী করা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ঋণের জামানতস্বরূপ নিজের ব্যক্তিগত সেবা বা শ্রম প্রদান করিতে হয়, কিন্তু উক্ত সেবা বা শ্রমের মূল্য ঋণ পরিশোধ হিসাবে গণ্য হয়না অথবা উক্ত সেবা বা শ্রম প্রদানের কাল অসীম হয়;

(৪) "জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, অধিকার, সম্পত্তি বা সুনামের ক্ষয় বা ক্ষতি করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট হইতে যে কাজ বা সেবা গ্রহণ করা হয়;

(৫) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল অথবা মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল হিসাবে নিযুক্ত (assigned) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ট্রাইব্যুনাল;

(৬) "দাসত্ব" অর্থ কোন ব্যক্তির অবস্থান বা মর্যাদার (status) এমন পর্যায়ে অবনমন যাহার ফলে উক্ত ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তির মত নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোন ঋণ বা সম্পাদিত কোন চুক্তির কারণে উদ্ভূত কোনো শর্ত বা অবস্থাও (condition) উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "দূতাবাস" অর্থ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কোন মিশন যা দূতাবাস, হাইকমিশন, উপ-হাইকমিশন, বা সহকারী হাইকমিশন এবং উক্ত দেশসমূহে অবস্থিত কনস্যুলেট-জেনারেল এবং কনস্যুলেট এবং ভিসা অফিসসমূহও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "পতিতাবৃত্তি" অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অথবা অর্থ বা সুবিধা (kind) লেনদেন করিয়া কোন ব্যক্তির যৌন শোষণ বা নিপীড়ন;

(৯) "পতিতালয়" অর্থ পতিতাবৃত্তি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন বাড়ি, স্থান বা স্থাপনা;

(১০) "মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি" বা "ভিকটিম" অর্থ এই আইনের অধীন সংঘটিত মানব পাচার অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তি এবং উক্ত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীও (legal heirs) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "প্রতারণা" (fraud) অর্থ ঘটনা বা আইন লইয়া ইচ্ছাকৃত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কথা বা আচরণ বা লিখিত কোন চুক্তি বা দলিল দ্বারা অন্যকে প্রতারিত (to defraud) বা প্রলুব্ধ (to induce) বা ভুল পথে পরিচালিত করা এবং প্রতারণাকারী ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত প্রবঞ্চনা (deception) এবং চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ৯নং আইন) এর ধারা ১৭ এ যেই অর্থে 'Fraud ' অভিধাটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) "বলপ্রয়োগ" অর্থ শক্তি প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপ প্রয়োগ এবং ইহার সহিত কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করিবার বা দৈহিকভাবে আটক রাখিবার হুমকি প্রদর্শন, নির্যাতন বা কোন ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক, দাপ্তরিক বা আইনগত অবস্থানকে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার হুমকি প্রদান বা মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৩) "ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) যে কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ তাহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক;

(১৪) "শিশু" অর্থ আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই এমন কোন ব্যক্তি;

(১৫) "শোষণ" বা "নিপীড়ন" (exploitation) অর্থ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার সম্মতিক্রমে বা বিনা সম্মতিতে কৃত নিম্নলিখিত কার্যসমূহ, তবে কেবল এইসব বিষয়েই ইহার অর্থ সীমিত হইবেনা ঃ—

(ক) পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে শোষণ বা নিপীড়ন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা পর্ণোগ্রাফি উৎপাদন বা বিতরণে নিয়োজিত করিয়া মুনাফা ভোগ;

(গ) জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা আদায়;

(ঘ) ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage), দাসত্ব বা সার্ভিচিউড্ (servitude), দাসত্বরূপ কর্মকাণ্ড, বা গৃহস্থালীতে সার্ভিচিউড্;

(ঙ) প্রতারণামূলক বিবাহের মাধ্যমে শোষণ বা নিপীড়ন;

(চ) কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিনোদন ব্যবসায় ব্যবহার;

(ছ) কোন ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা; এবং

(জ) ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে অপরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানী বা কাউকে বিকলাঙ্গ করা;

(১৬) "সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র" অর্থ জাতীয়তা এবং অবস্থান নির্বিশেষে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কাঠামোবদ্ধ কোন সংগঠন যাহা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সক্রিয় এবং যাহার সদস্যরা এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে একত্রে কাজ করে;

(১৭) "সম্মতি" অর্থ কোন ব্যক্তির স্বাধীন এবং স্বজ্ঞানে প্রদত্ত মতামত যাহা তাহার বয়স, লিঙ্গ এবং আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার কারণে সৃষ্ট তাহার দুর্বল অবস্থান কর্তৃক প্রভাবিত হইবেনা;

(১৮) "সরকারি কর্মকর্তা" (public servant/official) অর্থ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ বর্ণিত কোনো জনসেবক বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ এর সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন কোন আইনি দায়িত্ব পালন বা বহন করেন;

(১৯) "সার্ভিচিউট" (servitude) অর্থ কাজ বা সেবা প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা অথবা কাজ বা সেবার জবরদস্তিমূলক শর্তাবলী যাহা হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিস্কৃতি মেলেনা বা যাহা তিনি ঠেকাইতে বা পরিবর্তন করিতে পারেন না।

৩। **মানব পাচার।**—(১) "মানব পাচার" অর্থ কোন ব্যক্তিকে—

(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া; বা

(খ) প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগাইয়া; বা

(গ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা (kind) লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া;

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়নের (exploitation) উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া (harbour)।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন শিশু পাচারের শিকার হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) হইতে (গ) তে বর্ণিত মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমসমূহ (means) অনুসৃত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচিত হইবেনা।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে প্রতারণার মাধ্যমে, অসৎ উদ্দেশ্যে এবং বাধ্যতামূলক শ্রম বা 'সার্ভিচিউড' (servitude) বা ধারা-২ এর উপ-ধারা (১৫) এ বর্ণিত কোনো শোষণ বা নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির শিকার হইতে পারে মর্মে জানা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ব্যক্তিকে কাজ বা চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করিতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কর্ম উপ-ধারা (১) এ সংজ্ঞায়িত "মানব পাচার" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪। **আইনের প্রাধান্য এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রচলিত অন্য কোন আইনে ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিষয়ক শ্রেয় মানদণ্ডের বিধান থাকিলে সেই সকল বিধানসমূহ এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, অপরাধসমূহের বিচার এবং বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এই আইনে কোন বিধান না থাকিলে, ক্ষেত্রমত, ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এবং সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধ ও দণ্ডের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে দণ্ডবিধি, ১৮৬০, (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই আইনের সংঘটিত অপরাধসমূহ এক্সট্রাডিশন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ২(১)(ক) তে সংজ্ঞায়িত 'extradition' অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) এই আইন অভিবাসন (emigration) ও বহিরাগমন (immigration) বিষয়ক অন্যান্য প্রচলিত আইনের পরিপূরক হইবে এবং তাহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবেনা।

৫। **এই আইনের অতিরাষ্ট্রিক (extraterritorial) প্রয়োগ।**—(১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে অথবা বাংলাদেশের কোন জাহাজ বা বিমানে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশী কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে এই আইনের আওতাধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও তাহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব পাচার ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড

৬। **মানব পাচার নিষিদ্ধকরণ ও দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৩ এ উল্লিখিত কোন কার্য করিলে উহা মানব পচার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **সংঘবদ্ধ মানব পাচার অপরাধের দণ্ড।**—কোন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর একাধিক সদস্য গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সাধারণ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে কোন আর্থিক বা অন্য কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে উক্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য উক্ত অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত হইবে এবং অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮। **অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চালানোর দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া এবং প্রচেষ্টা চালাইয়া অথবা সজ্ঞানে কোন মানব পাচার অপরাধ সংঘটন বা সংঘটিত করিবার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া অথবা কোন দলিল-দস্তাবেজ গ্রহণ, বাতিল, গোপন, অপসারণ, ধ্বংস বা তাহার স্বত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত করিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগী (abettor) হইলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯। **জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিবার দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাইলে অথবা শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিলে বা ঋণ-দাস করিয়া রাখিলে বা বলপ্রয়োগ বা যে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করিলে অথবা করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া শ্রম বা সেবা আদায় করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১২ (বার) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০। **মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করিবার দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নসহ এই আইনের ধারা ২(১৫) এ বর্ণিত অন্য কোন শোষণের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করিয়া রাখিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি কোন নবজাত শিশুকে কোন হাসপাতাল, সেবা-সদন, মাতৃ-সদন, শিশু-সদন, বা উক্ত নবজাত শিশুর পিতা-মাতার হেফাজত হইতে চুরি করিলে বা অপহরণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১। **পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নের জন্য আমদানী বা স্থানান্তরের দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি জবরদস্তি বা প্রতারণা করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোন প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নমূলক কাজে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে বাংলাদেশে আনয়ন করিলে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২। **পতিতালয় পরিচালনা বা কোন স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা তাহা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা বা অংশগ্রহণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, যিনি—

(ক) ভাড়াটিয়া, ইজারাদার (lessee), দখলদার বা কোন স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, জানিয়া-শুনিয়া উক্ত স্থান বা এর কোনো অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিলে; অথবা

(খ) কোন বাড়ির মালিক, ইজারা-দাতা (lessor) অথবা জমির মালিক অথবা উক্ত মালিক বা ইজারা-দাতার কোন প্রতিনিধি উক্ত বাড়ি অথবা উহার কোন অংশবিশেষে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা জানা সত্ত্বেও উক্ত বাড়ি বা জমি ভাড়া প্রদান করিলে;

তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩। **পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহবান জানাইবার দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহ অভ্যন্তরে বা গৃহের বাহিরে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষায় বা অংগভঙ্গি করিয়া বা অশালীন ভাব-ভঙ্গি দেখাইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪। **ভিকটিম বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদানের দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা মামলার সাক্ষীকে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া এই আইনের অধীন রুজুকৃত কোন মামলার তদন্ত বা বিচারকার্যে কোনরূপ গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫। মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের দণ্ড।—(১) কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিলে বা আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করিলে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিতে বাধ্য করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা তাহার স্বীয় ক্ষমতায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে লইয়া তাহার বিচার শুরু করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, মূল মামলার বিচার স্থগিত করিতে পারিবে।

১৬। অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) এবং অ-আপোসযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের এবং তদন্ত

১৭। অভিযোগ দায়ের।—(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে কোন ব্যক্তি পুলিশ অথবা ট্রাইব্যুনালের নিকট উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং পুলিশ এই ধরণের অভিযোগ আনয়নকারী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করিবে এবং আইনি কার্যধারার কারণে অন্যরূপ প্রয়োজন না হইলে, তাহার নাম পরিচয় গোপন রাখিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করিবার জন্য সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, এক বা একাধিক বিশেষ প্রসিকিউটর (রাষ্ট্রপক্ষীয় আইনজীবী) নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত কোন বিশেষ প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গুরুতর অবহেলার প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিলে সরকার উক্ত প্রসিকিউটরকে অপসারণ বা প্রতিস্থাপিত করিবে।

১৮। অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে আইনগত অনুমান।—কোন ব্যক্তির হেফাজত হইতে অথবা তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকা কোন স্থান হইতে মানব পাচার অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তিকে অথবা মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোন কিছু উদ্ধার করা হইলে এবং উক্ত ব্যক্তিকে যদি মানব পাচারকারী হিসাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ হয় অথবা তিনি যদি উদ্ধারকৃত ভিকটিম কর্তৃক মানব পাচারকারী হিসেবে চিহ্নিত হন, তবে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন মানব পাচার অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইবে।

১৯। **তদন্ত**।—(১) পুলিশের নিকট এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের সংবাদ আসিলে বা ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধের তদন্তের নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট থানার উপ-পরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার নহেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন তদন্তকার্য সম্পাদন করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে এমন ক্ষেত্রে পুলিশ অপরাধ সংঘটনের এজাহার (first information report) দাখিলের পূর্বে প্রতিরোধমূলক অনুসন্ধান (proactive inquiry) পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৩) ধারা ২০ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন মামলা দায়েরের বা ট্রাইব্যুনাল হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে এই ধারার অধীন তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে, তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত তিন কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ট্রাইব্যুনাল হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনালের নিকট সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিবেন অথবা উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় তদন্তের ক্ষেত্রে কেবল ট্রাইব্যুনাল এই ধরনের তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল তাহার স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক মেয়াদে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন কোন আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বিদেশী সাক্ষ্য-প্রমাণ নিরীক্ষণ করিবার জন্য বিদেশ গমনের আবশ্যকতা দেখা দিলে, ট্রাইব্যুনালের অনুমতিক্রমে, তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করিবে এবং উক্ত তদন্ত দলকে যথাসম্ভব প্রশাসনিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৬) এই আইনের অধীন পুলিশের তদন্ত, নিরাপত্তা বিধান ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ও দায়িত্বসমূহের সমন্বয় এবং তদারক করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পুলিশ সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করিবে।

২০। **প্রতিরোধমূলক তল্লাশী এবং আটক**।—(১) কোন মানব পাচার অপরাধ প্রতিরোধকল্পে, উপ-পরিদর্শকের নিম্ন পদমর্যাদার নহেন, এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা তাহার উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে বা নির্দেশে এই আইনের অধীন প্রতিরোধমূলক তল্লাশী করিবার, যে কোন আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবার এবং এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন সরঞ্জামাদি বা তথ্য-প্রমাণ বা দলিল আটক করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির সহিত অথবা কোন স্থানে এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের উপযোগী সরঞ্জাম বা উপাদান উপস্থিত আছে এবং তল্লাশী পরোয়ানা সংগ্রহে বিলম্বের কারণে অপরাধটি প্রকৃতই সংঘটিত হইবার বা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকিলে উপ-ধারা (১) এর অধীন বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী করা যাইবে এবং তল্লাশী চালাইবার পূর্বে তল্লাশীর জন্য প্রস্তুত

অফিসার যেই স্থানে তল্লাশী চালাইবেন উক্ত স্থানটি যেই এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার দুই বা ততোধিক সম্মানিত অধিবাসীকে তল্লাশীতে হাজির থাকিতে ও উহার সাক্ষী হইতে আহবান জানাইবেন এবং উক্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশী চালাইতে হইবে এবং উক্ত অফিসার তল্লাশীর সময় জব্দকৃত সমস্ত সামগ্রী এবং যেই সকল স্থানে উক্ত সামগ্রীসমূহ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে সাক্ষীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১০৩ এর বিধানের আলোকে এবং যেই ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তিতে তল্লাশী চালানো হইবে তাহার মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপ-ধারা (১) এর অধীন তল্লাশী সম্পাদন করিতে হইবে এবং, বিশেষতঃ, কোন নারীর বিরুদ্ধে তল্লাশী পরিচালনা করা হইলে তল্লাশী দলের সহিত অবশ্যই একজন নারী কর্মকর্তা বা নারী প্রবেশন কর্মকর্তা থাকিবেন।

(৪) তল্লাশী সম্পাদনের ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে তল্লাশী কার্যে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা তল্লাশীর কারণ এবং ফলাফলের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করিবেন এবং তাহার অনুলিপি ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো উপায়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে, যাহা ট্রাইব্যুনালের হেফাজতে রক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং যাহার বিরুদ্ধে তল্লাশী পরিচালিত হইয়াছে তাহাকে প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এবং অপরাধের বিচার

২১। **মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন।**—(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকের সমন্বয়ে যেকোন জেলায় মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার প্রত্যেক জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে উক্ত জেলার মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল হিসাবে নিয়োগ (assign) বা ক্ষমতায়িত করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের বিচার কেবল এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(৪) যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে কোন অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে যে অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বা তিনি যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে বাংলাদেশী কোন নাগরিক বা কোম্পানী অথবা স্বভাবতঃ বাংলাদেশে আবাসী (habitually resident in Bangladesh) এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে, তিনি যেই ট্রাইব্যুনালে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের অধিবাসী ছিলেন অথবা কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিস (registered office) যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে ছিল, সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।

২২। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন সুরক্ষামূলক (protective order) আদেশসহ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের অধীনে বা ব্যবস্থাপনায় থাকা কোন প্রতিবেদন, দলিল বা নিবন্ধন-বহি (register) ট্রাইব্যুনালের নিকট উত্থাপন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচার অথবা কোন ভিকটিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল যে কোন স্থানে নিজে অথবা কমিশনের মাধ্যমে, সরাসরি বা ইলেকট্রনিক উপায়ে, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ বা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা প্রতিবেদন, তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া, সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার চলাকালে অথবা কোন অপরাধের অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা স্বীয় ক্ষমতাবলে ট্রাইব্যুনাল নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত এবং শর্তাধীনে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ কোন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে প্রদান করিতে পারিবে এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি নারী বা শিশু হইলে ট্রাইব্যুনাল এই উপ-ধারার অধীনে আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তাহার মতামত বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৪) কোন মামলায় চার্জ গঠনের পূর্বকাল পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন-সাপেক্ষে (adaptation), প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশন পক্ষের (prosecution) বক্তব্য শুনিয়া এবং কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া জামিন প্রদান করিতে পারিবে এবং এই উপ-ধারার অধীন জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে স্ব-বিবেচনা (discretion) প্রয়োগের সময় ট্রাইব্যুনাল অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সংঘটিত অপরাধের তীব্রতা, ভিকটিম এবং সাক্ষীর নিরাপত্তা ও ক্ষতি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের পূর্ব-ইতিহাস বিবেচনা করিবে।

(৬) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন প্রদানের সময় জামিন-আদেশের সহিত ট্রাইব্যুনাল তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত দিনে জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট বা ট্রাইব্যুনালের কোন কর্মকর্তার নিকট হাজিরা প্রদান করিবার নির্দেশনাসহ নিয়ন্ত্রণ-আদেশ (control order) সংযুক্ত করিতে পারিবে।

২৩। **ট্রাইব্যুনালের অধিকতর তদন্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা।**—ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় ক্ষমতায় কোন মামলার অধিকতর তদন্তের এবং তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা।**—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের অভিযোগ গঠনের ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, উক্ত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থতা বিচারকার্যকে বাতিল করিবে না, কিন্তু, ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হইবার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

২৫। **রুদ্ধ-কক্ষ বিচার (trial in-camera)।**—ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং নারী কিংবা শিশু ভিকটিমের সুরক্ষার প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনাল কারণ উল্লেখ করিয়া এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারকার্য কেবল মামলার পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণ বা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যান্য প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে রুদ্ধ-কক্ষে অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **দোভাষী নিয়োগ।**—এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের যেকোন পর্যায়ে পাচারের শিকার ব্যক্তি বা অন্য কোন সাক্ষী অনুবাদক বা দোভাষী বা প্রয়োজনে ইশারা ভাষার দোভাষী নিয়োগের অনুরোধ করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল সেইমর্মে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **সম্পত্তি আটক (seizure), অবরুদ্ধকরণ (freeze) ও বাজেয়াপ্তকরণ (confiscation) এবং অতিরাষ্ট্রিক নিষেধাজ্ঞা।**—(১) বিচারকার্যের যে কোন পর্যায়ে, স্বীয় উদ্যোগে বা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি আটক, অবরুদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন বাড়ি, জমি বা যানবাহন এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে বা সংঘটনের প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত বাড়ি, জমি বা যানবাহন আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত দোষী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত অপরাধ সংঘটনের ফলে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে জমা হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের বিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল বিদেশে অবস্থিত অপরাধলব্ধ অর্জিত সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে পরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্জিত অন্য কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ (freeze) এবং ক্রোক (attach) করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ লংঘিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধ বা ক্রোকযোগ্য সম্পত্তি নির্দিষ্টকরণে সরকার এবং বিদেশস্থ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস ট্রাইব্যুনালকে যথাযথ সহযোগিতা করিবে এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন আদেশ জারি হইলে সরকার যেদেশে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবস্থিত সেই দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ট্রাইবুনালের উক্ত আদেশের ব্যাপারে অবগত করিবে।

২৮। **ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ**।—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল তদকর্তৃক আদেশকৃত অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে যৌক্তিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তাহাকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এই ধরনের উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রয়োজনে, the Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913) এর বিধানানুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণের আদেশ না দিয়া কেবল অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়া থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল উক্ত আদেশকৃত অর্থদণ্ডের অর্থ বা উহার কোন অংশ পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে প্রদানের আদেশদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনা প্রয়োগ করিবে এবং ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যয়, অত্যাবশ্যক যাতায়াত এবং সাময়িক আবাসনের ব্যয়, হারানো আয়, যাতনা, প্রকৃত বা আবেগজনিত ক্ষতি এবং দুর্ভোগের তীব্রতা বিবেচনা করিবে।

২৯। **বিদেশী দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা**।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশী লিখিত দলিল, আদালতের আদেশ বা রায়, তদন্ত প্রতিবেদন বা সরকারি ঘোষণা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে সরবরাহকৃত এবং স্বাক্ষরিত ও প্রমাণীকৃত হইলে উহা সাক্ষ্য হিসাবে ট্রাইব্যুনালে গ্রহণযোগ্য হইবে, যদি তাহা বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস অথবা দূতাবাস না থাকিলে, দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত হইয়া থাকে।

(২) এই আইনের অধীন বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইতে হইলে কোন বাংলাদেশী কর্তৃক বিদেশে প্রস্তুতকৃত আমমোক্তারনামাসহ (power of attorney) যে কোন দলিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি অনুসারে সত্যায়িত এবং প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

(৩) কোন দলিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইলে সেই দলিলের বিষয়বস্তুর (content) সত্যাসত্যের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা উক্ত দূতাবাস দায়ী হইবেনা।

৩০। **ইলেকট্রনিক তথ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা**।—অডিও ভিস্যুয়াল যন্ত্র বা কোন ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে ধারণকৃত সাক্ষ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য (admissible) হইবে।

৩১। **আপিল**।—ট্রাইব্যুনালের কোন আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে রায় প্রদান অথবা আদেশ বা দণ্ড ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং সাক্ষীদিগকে সহায়তা এবং তাহাদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন

৩২। **মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গকে বা ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার।**—(১) সরকার মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনকল্পে বিধি দ্বারা কর্মপ্রণালী তৈরী করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহিত অংশীদারিত্বে কাজ করিবে।

(২) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনের কর্মকাণ্ডসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও বিশেষ চাহিদার (special needs) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাদের উপযোগী (victims-friendly) প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করিতে হইবে।

৩৩। **ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গের প্রত্যাবাসন (repatriation) এবং প্রত্যাবর্তন (return)।**—(১) কোন বাংলাদেশী নাগরিক অন্য কোন দেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের এবং প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত আনিবার প্রক্রিয়ার সূচনা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস মানব পাচারের শিকার কোন বাংলাদেশী নাগরিক উক্ত দেশে আটক বা বন্দী অবস্থায় আছেন বলিয়া অবগত হইলে, উক্ত দূতাবাস ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার, মুক্ত করাইবার এবং বাংলাদেশে পাঠাইবার প্রক্রিয়ার সূচনা করিবে।

(৩) মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি কোন মামলার কারণে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে থাকিতে বাধ্য হইলে বাংলাদেশ দূতাবাস উক্ত ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শ বা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) যেই ক্ষেত্রে একজন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হইবেন সেইক্ষেত্রে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করতঃ সরকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের সহযোগিতায়, যথোপযুক্ত কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে, উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বদেশে ফেরত পাঠাইবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৪। **ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে তথ্য সরবরাহ।**—(১) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি সরকার বা পুলিশ বা ক্ষেত্রমত, বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট হইতে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে মাসে অন্তত একবার অবগত হইবার অধিকারী হইবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও উদ্ধারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনি সহায়তার সুযোগ এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবগত করিবে।

(৩) মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, স্থানান্তর, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে সম্পাদনে সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, সাংবাদিক বা জনসাধারণকে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমেত একটি ব্যাপক ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার পরিচালনা করিবে।

৩৫। **আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।**—(১) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সহিত পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সমগ্র দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তাধীনে সরকার হইতে লাইসেন্স বা সাময়িক অনুমোদন লাভ না করিয়া কোন আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবেনা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহকে এই আইন বলবৎ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই ধরনের লাইসেন্স বা অনুমোদন লইতে হইবে।

৩৬। **নিরাপত্তা বিধান (protection), পুনর্বাসন এবং সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ (integration)।**—(১) উদ্ধার হইবার পর, মানব পাচার অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে, স্বীয় পরিবারে ফেরত পাঠানো না হইলে, কোন সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে এতদবিষয়ক যাবতীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) আশ্রয় বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার যে কোন ব্যক্তি বা ভিকটিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের এবং টেকসই পুনর্বাসন ও সামাজিক একাঙ্গীভূতকরণ সুবিধাদিসহ শারীরিক চিকিৎসা এবং আইনি ও মানসিক পরামর্শ সেবা পাইবার অধিকারী হইবে।

৩৭। **ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান।**—(১) এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ভিকটিম বা মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে যেন অভিযুক্ত না হন বা শাস্তি না পান তাহা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ব্যতিরেকে মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের নাম, ছবি বা তথ্য বা পরিচয় কেহ প্রচার বা সম্প্রচার করিতে পারিবে না এবং উক্ত বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ০৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) প্রত্যেক মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী, তাহার প্রতি হুমকি প্রদর্শিত হইলে অথবা হুমকি বা যে কোন প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি হইলে পুলিশী নিরাপত্তা পাইবার এবং সরকার কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অধিকারী হইবে এবং আদালতে এবং অন্যান্য ফৌজদারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সময় বা আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসের সময় মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধান করা সেই সব সরকারি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৮। **শিশু ভিকটিম এবং শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা।**—(১) ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান বিষয়ক এই আইনের বিধানসমূহের সামগ্রীকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, মানব পাচার অপরাধের শিকার শিশু এবং শিশু সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় ট্রাইব্যুনালসহ যে কোন ব্যক্তি শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে সন্নিবেশিত নীতিসহ আপাততঃ বলবৎ এতদবিষয়ক যে কোন আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবে এবং মানব পাচারের শিকার শিশুদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়া অথবা তাহাদের এবং শিশু সাক্ষীদের কলঙ্কিত হওয়া বা সামাজিকভাবে একঘরে হওয়া এড়াইবার জন্য এই আইনের অধীন কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পুলিশ বা সরকার বা এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত কোন ব্যক্তি শিশু-বান্ধব কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ বা শিশু-বান্ধব প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে এই আইনের সহিত দ্বন্দ্বে (Conflict) বা ইহার সংস্পর্শে (Contact) আসা কোন শিশু লইয়া কাজ করিবে না এবং মানব পাচারের শিকার কোন শিশুকে বা ভিকটিম শিশুকে উন্নয়ন কেন্দ্রে (development centre/remand home) প্রেরণ করা বা আটক রাখা যাইবেনা।

৩৯। **ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানী মামলা রুজু করিবার অধিকার।**—ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এবং দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার পাশাপাশি, ভিকটিম বা পাচারের শিকার ব্যক্তি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ফলে সৃষ্ট তাহার প্রকৃত ক্লেশ (sufferance) বা আইনগত ক্ষতির (legal injury) জন্য বা উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত কোন চুক্তি লংঘনের জন্য দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪০। **মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।**—মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সরকার এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে, তবে এই ধরনের সহায়তা কোন বেসরকারি সংস্থা হইতে অথবা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) অনুসারে আইনগত সহায়তা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার কোন সুযোগ বা অধিকারকে খর্ব করিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা

৪১। **মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং সহযোগিতা।**—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার এবং বিচারিক কার্যক্রমে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার ক্ষেত্র তৈরীর নিমিত্ত সরকার যে সকল দেশে এই

আইনের অধীন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিবর্গ, সাক্ষী, অপরাধলব্ধ অর্থ, অপরাধের উপকরণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা বিবাদী বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে বা থাকিবার সম্ভাবনা থাকে সেই সকল দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে, এই উপ-ধারার অধীন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই আইনের কোন কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বাক্ষরিত কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে সরকার, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার বিধান করিতে পারিবে ঃ

(ক) মানব পাচার অপরাধের তদন্ত, তল্লাশী বা আটক কার্যক্রম পরিচালনা এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির আইনগত সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়;

(খ) শপথের মাধ্যমে সাক্ষীর পরীক্ষা এবং সাক্ষীর বক্তব্য, সরকারি প্রতিবেদন এবং আদালতে দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিনিময়;

(গ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের এবং মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিনিময়;

(ঘ) অপরাধলব্ধ অর্থ বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা বা ক্রোক সংক্রান্ত আদালতের আদেশ কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা;

(ঙ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের টেকসই পুনর্বাসন এবং উক্ত ব্যক্তিদের স্বদেশে সামাজিকভাবে একাঙ্গীভূতকরণ।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৪২। **মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল।**—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "মানব-পাচার প্রতিরোধ তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে এবং উক্ত তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও ব্যবহৃত হইবে।

(২) মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকারের মঞ্জুরী বা অনুদান;

(খ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; বা

(গ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(ঘ) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪৩। **জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা**।—এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা নামে একটি সংস্থা গঠন করিতে পারিবে।

৪৪। **কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা ফার্ম হইলে, তাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, যে সকল ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন তাহারা উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৪৫। **সমতার নীতির প্রয়োগ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিধান**।—(১) এই আইন অনুসারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি, মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার ক্ষেত্রে সমতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং কাহারও সহিত কোন প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

(২) কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোন সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের অথবা তাহার আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ট্রাইব্যুনালের সুপারিশক্রমে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধি অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গ-জনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই ধরনের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোন শৃঙ্খলাভঙ্গ-জনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৪৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা ঃ—

(১) মানব পাচার তহবিলের উৎস;

(২) তহবিল পরিচালনা;

(৩) তহবিল হইতে অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি ও যোগ্যতা (method & criteria);

(৪) অনুদানের অর্থের পরিমাণ ও বিভাজন; এবং

(৫) বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন কাজ।

৪৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Suppression of Immoral Traffic Act, 1933 (Act No. VI of 1933) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীন বা আলোকে জারীকৃত আদেশ, প্রদানকৃত নির্দেশনা বা কৃত কোন কাজ কর্ম বা দায়েরকৃত মামলা এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে এই আইনের আওতায় প্রণীত, জারীকৃত, গৃহীত, কৃত বা দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান থাকিবে।

৪৮। **আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্রসম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

ILO